RNI No. 71057/96

Bengali fortnightly newspaper

পূর্বোত্তর

১৯৯৬ সন থেকে প্রকাশিত

www.facebook.com/purbottar
www.purbottar.in

বিজ্ঞপ্তি

আপনাদের গল্প, কবিতা, মৌলিক রচনা আমাদের contact@purbottar.in –এ ই-মেইল অথবা, 7547930235 নাম্বারে হোয়াটস্ অ্যাপ করুন।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- 9775273453

বিজ্ঞপ্তি

আপনাদের গল্প, কবিতা, মৌলিক রচনা আমাদের contact@purbottar.in –এ ই-মেইল অথবা, 7547930235 নাম্বারে হোয়াটস্ অ্যাপ করুন।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- 9775273453

বর্ষ: ২৯, সংখ্যা: ৫, কোচবিহার, শুক্রবার, ৭ মার্চ - ২০ মার্চ, ২০২৫, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৮

Vol: 29, Issue: 5, Cooch Behar, Friday, 7 March - 20 March, 2025, Pages: 8, Rs. 3

ঘরে ঢুকে পড়ল চিতাবাঘ, আতঙ্ক গ্রামে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: শিকারের খোঁজে লোকালয়ে ঢুকে স্থানীয়দের তাড়া খেয়ে ঠাকুরঘরে ঢুকে পড়ল চিতাবাঘ। ৪ মার্চ, মঙ্গলবার ঘটনাটি ঘটেছে কোচবিহার-২ নম্বর ব্লকের পাতলাখাওয়ার সুকধনেরকুঠি এলাকায়। ওই ঘটনাকে ঘিরে গ্রামে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। পরে সেখান বনকর্মীরা পৌঁছে চিতাবাঘটিকে ঘুম পাড়ানি গুলি ছুঁড়ে কাবু করে জঙ্গলে ফিরিয়ে নিয়ে যায়। কোচবিহারের ডিএফও অসিতাভ চট্টোপাধ্যায় সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, চিতাবাঘটি উদ্ধার করে জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। বড় কোনও ক্ষতি হয়নি।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, তরুণ রায় নামে এক বাসিন্দা ছাগলের বিকট ডাক শুনে গোয়াল ঘরে ঢুকেই দেখেন চিতাবাঘ ছাগলের গলা কামড়ে ধরেছে। তা দেখে চিৎকারে শুরু করেন তিনি। তার চিৎকার শুনে আশপাশের লোকজন ছুটে যান। পরে ভিড় দেখে ছাগল ছেড়ে ভয়ে চিতাবাঘটি গোয়াল থেকে বেরিয়ে একছুটে ঠাকুরঘরে ঢুকে পড়ে। তারপর খবর দেওয়া হয় বন দফতরকে। খবর পেয়ে পুণ্ডিবাড়ির পাশাপাশি চিলাপাতা ও জলদাপাড়া রেঞ্জের কর্মীরাও ঘটনাস্থলে পৌঁছান। বনকর্মীরা ঠাকুরঘরের চারদিক জাল দিয়ে ঘিরে ফেলেন। এরপরেই ঘুমপাড়ানি গুলিতে চিতাবাঘটিকে কাবু করেন বনকর্মীরা। তারপর চিতাবাঘটিকে উদ্ধার করে জলদাপাড়ায় নিয়ে যাওয়া হয়। বাসিন্দারা বলেন, “আমরা খুবই ভীত হয়ে পড়ি। বন দফতর দ্রুততার সঙ্গে ব্যবস্থা নেওয়ায় খুশি।”

কোচবিহারের এডিএফও বিজনকুমার নাথ বলেছেন, “কোচবিহার- ২ নম্বর ব্লকের পাতলাখাওয়ার সুকধনেরকুঠি এলাকায় একটি চিতাবাঘ ঢুকে পড়ে। খবর পেয়েই আমাদের পুণ্ডিবাড়ি, চিলাপাতা ও জলদাপাড়া রেঞ্জের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায়। সেখানে গিয়ে চিতাবাঘকে ঘুমপাড়ানি গুলি করে কাবু করেন বনকর্মীরা। পরে চিতাবাঘটিকে উদ্ধার করে জলদাপাড়ার জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হয়।”

প্রয়াত হলেন রাসচক্রের নির্মাতা আলতাফ মিয়াঁ, শোকের আবহ কোচবিহারে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: দীর্ঘ অসুস্থতার পর প্রয়াত হলেন রাসচক্রের নির্মাতা আলতাফ মিয়াঁ। ১ মার্চ শনিবার রাতে কোচবিহার এমজেএন মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭০ বছর। দীর্ঘ প্রায় চার দশক ধরে তিনি কোচবিহারের ঐতিহ্যবাহী রাসচক্র নির্মাণ করেন। তাঁর মৃত্যুতে গোটা জেলায় শোকের ছায়া নেমে আসে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও আলতাফের মৃত্যুতে এক্স হ্যান্ডেলে শোকজ্ঞাপন করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, “কোচবিহারের বিখ্যাত রাস মেলার রাসচক্রের প্রস্তুতকারক আলতাফ হোসেন (মিয়াঁ)- এর প্রয়াণে আমি মর্মাহত। আমি তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করি। বাংলার যে ধর্মনিরপেক্ষ ঐতিহ্য তার অন্যতম ধারক-বাহক ছিলেন তিনি। তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারকে আমার আন্তরিক সমবেদনা জানাই।”

পারিবারিক সূত্রে জানা গিয়েছে, দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে নানান শারীরিক সমস্যায় ভুগছিলেন আলতাফ মিয়াঁ। গত ২৫ ফেব্রুয়ারি তাঁর অবস্থার অবনতি হলে কোচবিহার এমজেন মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। সেখানেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। রবিবার তাঁর মরদেহ হাসপাতাল থেকে নিয়ে আসা হয় নিজ বাসভবনে। সেখানে তাকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে উপস্থিত ছিলেন, কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, এনবিএসটিসির চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায়, তৃণমূলের কৃষাণ ক্ষেত মজদুর সংগঠনের জেলা সভাপতি খোকন মিয়াঁ, কোচবিহার ১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি আব্দুল কাদের হক, কোচবিহার দেবোত্তর ট্রাস্ট বোর্ডের সদস্য তথা কোচবিহার সদর মহকুমাশাসক কুণাল ব্যানার্জি সহ অন্যান্য প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা।

কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বলেন, “সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বার্তা দিতে কোচবিহারের মহারাজারা মদনমোহনের রাসচক্র তৈরির কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন একটি ইসলাম ধর্মাবলম্বী পরিবারকে। বংশপরম্পরায় সেই দায়িত্বই পালন করছেন আলতাফ মিয়াঁ। প্রায় চার দশক ধরে তিনি রাসচক্র তৈরি করেছেন। তার এই অকাল প্রয়াণে আমরা শোকাহত।” কোচবিহার সদর মকুমাশাসক কুণাল বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, “আমরা আলতাফ মিয়াঁর পরিবারের পাশে রয়েছি। তাঁর পরিবার যেভাবে রাসচক্র নির্মাণের সঙ্গে জড়িত ছিলেন তেমনই থাকবেন বলে আশা করছি।” কোচবিহার ১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি আব্দুল কাদের হক বলেন, “আমরা সব সময় আলতাফ মিয়াঁর সাথে ছিলাম। এখন তার পরিবারের পাশে থাকব। গতকাল রাতে জেলা সভাপতির নির্দেশে আমি আলতাফ মিয়াঁর বাড়িতে এসেছিলাম। আজ তাকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে তার বাড়িতে এলাম। আগামী দিনে আমরা তার পরিবারের পাশে থাকব।”

কোচবিহারের রাস উৎসবের সঙ্গে প্রায় চার দশক ধরে আলতাফ মিয়াঁর নাম জড়িয়ে রয়েছে। অসুস্থতার জন্য গত দু’বছর তাঁর তত্ত্বাবধানে থেকে ছেলে আমিনুর রাসচক্র তৈরি করেছেন। রাসমেলার সময় বিভিন্ন মহলে মাতামাতি হলেও সত্তর ছুঁই ছুঁই আলতাফ সারাবছর প্রচারের বাইরেই থাকতেন। কোচবিহারের হরিণচওড়ার বাসিন্দা ছিলেন তিনি। আর্থিক অনটনের মধ্য দিয়েই বেশিরভাগ দিন কেটেছে। তিনি দেবোত্তর ট্রাস্ট বোর্ডের অস্থায়ী কর্মী ছিলেন। এবারে তাঁর ছেলেকে স্থায়ী কর্মী করার দাবি জানান স্থানীয়রা।

মহারাজা মূর্তি বসল উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন নিগমে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: ১৯৪৫ সালে মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্র নারায়ণ ভূপবাহাদুরের উদ্যোগে স্থাপিত হয়েছিল কোচবিহার রাজ্য পরিবহণ। যা পরবর্তীতে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম হয়। সেই মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্র নারায়ণের মূর্তি বসল কোচবিহারে। উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের কোচবিহারের মূল অফিস পরিবহণ ভবনের সামনে বুধবার মূর্তির আবরণ উন্মোচন করা হয়। নিগমের উদ্যোগেই ওই মূর্তি স্থাপিত হয়েছে। ৭ ফুট ২ ইঞ্চি উচ্চতার পূর্ণাবয়ব ব্রোঞ্জের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হল। এনবিএসটিসি’র চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায় আবরণ উন্মোচন করেন। প্রধান অতিথি হয়ে উপস্থিত ছিলেন কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। নিগম সূত্রে জানা গিয়েছে, এই মূর্তিটি নির্মাণ করেছেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ভাস্কর অসিত সাঁই। এটি বানাতে ২০ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে। যা নিগমের নিজস্ব ফান্ড থেকে করা হয়েছে। পার্থপ্রতিম জানিয়েছেন, মূর্তির উপরে কংক্রিটের ছাতা দেওয়া হবে। চার পাশ গ্রিল দিয়ে ঘিরে দেওয়া হবে। আলোর ব্যবস্থাও করা হবে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে কোচবিহার শহরকে হেরিটেজ শহর হিসেবে গড়ে তোলার কাজ চলছে। তারসঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখেই সাগরদিঘির উত্তর-পশ্চিম কোণে অবস্থিত পরিবহণ ভবনের সামনে এই বিরাট মূর্তিটি এদিন প্রতিষ্ঠিত করা হল। এনবিএসটিসি’র চেয়ারম্যান বলেন, মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্র নারায়ণ ভূপবাহাদুরের উদ্যোগে কোচবিহার রাজ্য পরিবহণের মাধ্যমেই উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের পথ চলা শুরু হয়েছিল। তিনিই এর স্থপতি। তাই পরিবহণ ভবনের সামনে তাঁর মূর্তি স্থাপন করে ওঁর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হল। যা হেরিটেজের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করবে।” এনবিএসটিসি সূত্রে জানা গিয়েছে, হায়দরাবাদের নিজামের উদ্যোগে দেশে প্রথম গণপরিবহণ ব্যবস্থা চালু হয়েছিল। কোচবিহার রাজ পরিবারের কোনও এক বিয়ের অনুষ্ঠানে নিজাম পরিবারের সদস্য এসেছিলেন। তাঁরাই এখানে এমন একটি গণপরিবহণ ব্যবস্থা গড়ে তোলার বিষয়ে বলেছিলেন। নিজামদের উদ্যোগে দেশে প্রথম পরিবহণ ব্যবস্থা চালু হওয়ার পর ১৯৪৫ সালে কোচবিহারের মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্র নারায়ণ ভূপবাহাদূরের উদ্যোগে চালু হওয়া কোচবিহার রাজ্য পরিবহণ ব্যবস্থা ছিল দেশের মধ্যে দ্বিতীয় পরিবহণ ব্যবস্থা। কোচবিহারে শুরুর সময় মাত্র দু’টি রুটে এই বাস চলত। তারমধ্যে একটি কোচবিহার-ফালাকাটা রুট। রাস্তার দু’পাশে ইট পেতে তার উপর দিয়ে বাস চালানো হতো। কোচবিহারে প্রথমে রেল ও বিমান পরিবহণ চালু হয়েছিল। পরবর্তীতে সড়ক পথে এই গণপরিবহণ ব্যবস্থা চালু হয়। প্রথম অবস্থায় দু’টি বাস ও দু’টি ট্রাক ছিল। পরবর্তীতে ১৯৫২ সালে ভারত সরকার এই সংস্থাকে অধিগ্রহণ করে। এরপর ১৯৬০ সালে বিধানচন্দ্র রায় মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন এটি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি স্বশাসিত সংস্থায় পরিণত হয়। মহারাজকে সম্মান ও শ্রদ্ধা জানাতে ওই মূর্তি স্থাপিত হয়।

কোচবিহারের সাগরদিঘি থেকে মৃতদেহ উদ্ধার

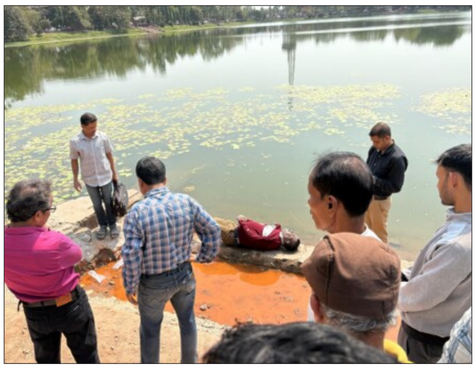

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: কোচবিহারের সাগরদিঘির জলে ভেসে থাকা এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার নিয়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ৭ মার্চ, শুক্রবার দুপুরে ওই ব্যক্তির মৃতদেহ ভেসে থাকতে দেখেন মানুষজন। পুলিশে খবর দেওয়া হয়। তার মধ্যেই ভিড় জমে যায় সাগরদিঘি চত্বরে। পুলিশ গিয়ে পৌঁছে মৃতদেহটি উদ্ধার করে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ওই ব্যক্তির নাম বুদ্ধদেব ভৌমিক। বয়স আনুমানিক ৫০ বছর। তার বাড়ি কোচবিহার তল্লীতলা সংলগ্ন এলাকায়। গতকাল থেকে নিখোঁজ ছিলেন ওই ব্যক্তি। দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য কোচবিহার এমজেএন মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠিয়েছে পুলিশ। প্রাথমিকভাবে পুলিশের ধারণা, ওই ব্যক্তি আত্মহত্যা করেছেন। কারণ তার বাড়ি থেকে একটি সুইসাইড নোট পাওয়া গিয়েছিল যা ইতি মধ্যেই পরিবারের লোকজন থানায় জমা করেছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে কোতয়ালি থানার পুলিশ।

ভুয়ো ভোটার ধরতে রাস্তায় রবীন্দ্রনাথ-পার্থপ্রতিম

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: 'ভুয়ো' ভোটার নিয়ে তৃণমূল নেতা-কর্মীদের সতর্ক করেছেন দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তারপরেই শুরু হয় রাজ্যের প্রতিটি জেলায় জেলায় ভুয়ো ভোটার খোঁজের পালা। জেলার তৃণমূল নেতারা বুথে বুথে, ব্লকে ব্লকে, ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে শুরু করেন ভুয়ো ভোটার ধরার কাজ। ২ মার্চ রবিবার কোচবিহারের নাটাবাড়ি বিধানসভার ডাউয়াগুড়ি অঞ্চলের বুথের দলীয় সহকর্মীদের নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় ভোটারদের এপিক কার্ডের নং নিয়ে অফলাইন ও অনলাইনে মিলেয়ে নেওয়ার কাজ শুরু করেন রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। তার সঙ্গে ছিলেন এনবিএসটিসি-র চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায়, দলের কৃষক সংগঠনের জেলার নেতা খোকন মিয়াঁ, আজিজুল হক সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা। গত শুক্রবার থেকে কোচবিহারে 'ভুয়ো' ভোটার খতিয়ে দেখার কাজ। প্রথম দিনের কোচবিহার জেলার তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক দাবি করেন, মাথাভাঙ্গার দু'জন ভোটারের এপিক নম্বর ও উত্তরপ্রদেশের দুই ব্যক্তির এপিক নম্বর একই। 'ভুতুড়ে' ভোটার নিয়ে শুরু হয় জেলা জুড়ে রাজনৈতিক শোরগোল। তারপরেই ময়দানে নামেন মন্ত্রী উদয়ন গুহ, সাংসদ জগদীশ চন্দ্র বর্মা বসুনিয়া, রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, পার্থপ্রতিম রায়, যুব তৃণমূলের সভাপতি কমলেশ অধিকারী। সব মিলিয়ে প্রায় একশো জন বাসিন্দার এপিক নম্বরের সঙ্গে উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দার এপিক নম্বর মিলে যায়। তারপরেই কোচবিহারের নাটাবাড়ি বিধানসভার ডাউয়াগুড়ি অঞ্চলের বুথের দলীয় সহকর্মীদের নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় ভোটারদের এপিক কার্ড নিয়ে স্ক্রুটিনি করতে বেরিয়ে পড়েন রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের সহ-সভাপতি রবীন্দ্রনাথ ঘোষ সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা।

এদিন তৃণমূল কংগ্রেসের সহ সভাপতি রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বলেন, "রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির নির্দেশে আমরা কোচবিহার জেলায় প্রতিটি বুথে বুথে, পাড়ায় পাড়ায় 'ভুয়ো' ভোটার খুঁজতে বেরিয়ে পড়েছি। আজ আমরা নাটাবাড়ি বিধানসভার ডাউয়াগুড়ি অঞ্চলের বুথের দলীয় সহকর্মীদের নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় ভোটারদের এপিক কার্ড নিয়ে খতিয়ে দেখেছি। সেখানে সাধারণ ভোটারদের এপিক নম্বর নিয়ে অফলাইন ও অনলাইন মিলিয়ে দেখা হয়। তাতে দেখা যাচ্ছে সাধারণ মানুষের মধ্যে একটা আতঙ্ক রয়েছে। কেন্দ্রের সরকার বিজেপি বাংলায় মানুষের আশীর্বাদ না পেয়ে একটু ঘুরপথে ভোটে জয়ী হওয়ার জন্য এখানকার ভোটার লিস্টে 'ভুতুড়ে' ভোটার ঢুকিয়ে নির্বাচনী বৈতরণী পার হতে চাইছে। বিজেপি বাংলায় যতই চেষ্টা করুক তাতে কোন লাভ হবে না। আমরা তাদের এক ইঞ্চিও জমি ছাড়তে রাজি নই।"

উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ বলেন, "মহারাষ্ট্র এবং দিল্লিতে ভোটার তালিকায় জল ঢুকিয়ে সেখানকার শাসক দলকে হারানো হয়েছে। বিজেপি সেখানে ক্ষমতায় এসেছে। আমরা এখানে এক ইঞ্চি জায়গা কোন অবস্থাতেই ছাড়ব না। ভোটার লিস্ট তৈরি করাতে থেকে শুরু করে ভোট গণনা পর্যন্ত কোন রকম সমস্যা যাতে কেউ তৈরি করতে না পারে, কোনরকম জল যাতে কেউ মেশাতে না পারে সেটাকে লক্ষ্য রেখে আমরা কাজ করে যাচ্ছি। ভোট পর্যন্ত এটা চলবে।"

চাকরি'র দাবিতে আন্দোলন প্রাক্তন কেএলও'দের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: দ্রুত নিয়োগের দাবিতে ফের কোচবিহার জেলাশাসকের দফতরে স্মারকলিপি দিল প্রাক্তন কেএলও ও লিঙ্কম্যানরা। দিন কয়েক আগে প্রাক্তন কেএলও ও লিঙ্কম্যান সদস্যরা কোচবিহার জেলা শাসকের দফতরে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন। তার আগে একটি মিছিল করে সাগরদিঘি চত্বরে জেলাশাসকের দফতরে পৌঁছান। পরে সেখানে বিক্ষোভ দেখান তারা। তারপর সংগঠনের কয়েকজন প্রতিনিধি জেলাশাসকের দফতরে গিয়ে জেলাশাসক অরবিন্দ কুমার মিনার হাতে স্মারকলিপি তুলে দেন। সংগঠনের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়, গত সেপ্টেম্বর মাসে নিয়োগের জন্য ভেরিফিকেশন করা হয়। সেই ভেরিফিকেশনের আপডেট করে অবিলম্বে প্রকাশ করতে হবে। আন্দোলনকারীরা বলেন, "আমাদের প্রাক্তন কেএলও ও কেএলও লিঙ্কম্যান সদস্যদের চাকরিতে নিয়োগ করতে হবে, না হলে আমাদের আবেদন ফেরত দিতে হবে। আমাদের পাঁচ বছর ধরে যে ভাবে ঘোরানো হচ্ছে, তার জবাব দিতে হবে জেলাশাসককে।" সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয় সরকারি প্রতিশ্রুতি মতো প্রাক্তন কেএলও ও কেএলও লিঙ্কম্যান সদস্যরা দীর্ঘদিন ধরে স্পেশাল হোম গার্ডে চাকরির দাবিতে আন্দোলন করে আসছে। কিন্তু ভেরিফিকেশন হওয়ার পরেও আমরা এখনও পর্যন্ত কেউ চাকরি পায়নি। স্পেশাল হোম গার্ডের চাকরির দাবিতে ফের কোচবিহার জেলাশাসক দফতরে স্মারকলিপি দিয়েছে ওই সংগঠনের সদস্য। আগামী দিনে দাবি মানা না হলে, বৃহত্তর আন্দোলনের হুমকি দেওয়া হয়েছে।

যাদবপুরের ঘটনার প্রতিবাদে ছাত্র ধর্মঘটের ডাক এআইডিএসও'র

নিজস্ব সংবাদদাতা: যাদবপুরে শিক্ষামন্ত্রীর গাড়ি দিয়ে ছাত্র জখমের অভিযোগে ৩ মার্চ সোমবার রাজ্যজুড়ে ছাত্র ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে ছাত্র সংগঠন এআইডিএসও। রবিবার সন্ধ্যায় বনধের সমর্থনে কোচবিহার শহরে মিছিল করল ডিএস। ছাত্র ধর্মঘট সফল করুন স্লোগানকে সামনে রেখে কোচবিহার শহরের বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা করে মিছিল বের হয়। ২ মার্চ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষামন্ত্রীর উপরে হামলার অভিযোগ ওঠে। ডিএসও'র অভিযোগ, ওই দিন মন্ত্রীর গাড়িতে এক ছাত্র জখম হয়েছে। ওই ঘটনার প্রতিবাদে এবং দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে কোচবিহার শহরে বিক্ষোভ মিছিল সংঘটিত হয়। উপস্থিত ছিলেন এআইডিএসও রাজ্য সম্পাদক বিশ্বজিৎ রায়। মিছিলটি কোচবিহার ক্ষুদিরাম স্কোয়ার থেকে কাছারিমোড় হয়ে হরিশপাল চৌপথি ও বড় বাজার ঘুরে ক্ষুদিরাম স্কোয়ারে শেষ হয়। মিছিল চলাকালীন এএল দাস মোড় ও ক্ষুদিরাম স্কোয়ারে সংক্ষিপ্ত সভা করা হয়। রাজ্য সম্পাদক বিশ্বজিৎ রায় বলেন, "যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ নির্বাচন ঘোষণা সহ বিভিন্ন দাবিতে আজ শিক্ষামন্ত্রীকে ঘিরে ছাত্র-ছাত্রীদের বিক্ষোভের সময় যেভাবে শিক্ষামন্ত্রীর কনভয় ছাত্র-ছাত্রীদের উপর দিয়ে জোর করে চালিয়ে দিয়েছে, তা শুধু নজিরবিহীন নয় বর্বরোচিত। আহত ছাত্ররা আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে

চিকিৎসাধীন। আমরা এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। ইতিমধ্যেই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-ছাত্রীরা এই ঘটনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সামিল হয়েছে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিবাদী ছাত্রদের উপর দিয়ে শিক্ষামন্ত্রীর কনভয়ের গাড়ি চালিয়ে দেওয়ার বর্বরোচিত ঘটনার প্রতিবাদে, কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের থ্রেট কালচার ও দুর্নীতি চক্র ও অগণতান্ত্রিক পরিবেশের বিরুদ্ধে দুর্নীতি চক্রের শিকার অভয়ার ন্যায় বিচারের দাবিতে ৩ মার্চ সারা বাংলা কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র ধর্মঘট। আমরা সারা পশ্চিমবাংলার ছাত্র সমাজকে এই ধর্মঘটে সামিল হওয়ার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি।" ৩ মার্চ এআইডিএসও কোচবিহার শাখার জেলা সম্পাদক আসিফ আলম বলেন, "গতকাল আমরা দেখলাম যাদবপুরের এক ছাত্রের উপর দিয়ে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর গাড়ি চালানো হলো। ওই ঘটনায় দুজন ছাত্র আহত হয়। এর প্রতিবাদে আমরা কাল সারা রাজ্য জুড়ে ধর্মঘটের ডাক দিয়েছি। সেই ধর্মঘটের সমর্থনেই আমরা আজ মিছিল করছি কোচবিহার শহরে।" গতকাল থেকে শুরু হচ্ছে রাজ্যের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা। ধর্মঘটের প্রভাব তাদের ওপর পড়তে পারে কিনা প্রশ্ন করায় আসিফ আলম বলেন, পরীক্ষারত ছাত্র-ছাত্রীদের ওপর এই ধর্মঘট কার্যকরী করা হবে না।

*সংবাদ দাতা আসিফ আলম জেলা সম্পাদক, কোচবিহার জেলা কমিটি AIDSO ১/০৩/২৫ রাজ্য সম্পাদক বিশ্বজিৎ রায় বলেন, "যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ নির্বাচন ঘোষণা সহ বিভিন্ন দাবিতে আজ শিক্ষামন্ত্রীকে ঘিরে ছাত্র-ছাত্রীদের বিক্ষোভের সময় যেভাবে শিক্ষামন্ত্রীর কনভয় ছাত্র-ছাত্রীদের উপর দিয়ে জোর করে চালিয়ে দিয়েছে, তা শুধু নজিরবিহীন নয় বর্বরোচিত। কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের থ্রেট কালচার ও দুর্নীতি চক্র ও অগণতান্ত্রিক পরিবেশের বিরুদ্ধে দুর্নীতি চক্রের শিকার অভয়ার ন্যায় বিচারের দাবিতে ৩ মার্চ সারা বাংলা কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র ধর্মঘট। আমরা সারা পশ্চিমবাংলার ছাত্র সমাজকে এই ধর্মঘটে সামিল হওয়ার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি।"

সিতাইয়ে টোটো উল্টে দুই উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থী জখম

নিজস্ব সংবাদদাতা, সিতাই: আদাবাড়িঘাটে টোটো উল্টে আহত উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। সোমবার সকালে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। এইদিন ছিল উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার প্রথমদিন। দুই উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থী টোটো করে সিতাই উচ্চ বিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিতে যাচ্ছিল। ঠিক সেই সময় আদাবাড়িঘাট এলাকায় একটি টোটো দ্রুত গতিতে থাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মূল রাস্তায় উল্টে দেয়। এই দুর্ঘটনায় দুই উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর মধ্যে একজন পরীক্ষার্থী গুরুতর আহত হয় বলে জানা গিয়েছে। প্রথমে আহত দুই উচ্চমাধ্যমিক

পরীক্ষার্থীকে সিতাই ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয় চিকিৎসার জন্য। তবে ওই পরীক্ষার্থী গুরুতর আহত হওয়ায় তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য কর্তব্যরত চিকিৎসকরা কোচবিহারে সদরে রেফার করে। অপরজন সামান্য আহত হওয়ায় তাকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়, পড়ে সে সিতাই উচ্চবিদ্যালয় পরীক্ষাকেন্দ্রে পরীক্ষা দিতে যায়।

কোচবিহারে বাঁধের বাসিন্দাদের উচ্ছেদ না করার দাবিতে বিক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: বাঁধের বাসিন্দাদের উচ্ছেদ না করার দাবিতে ২৮ ফেব্রুয়ারি, শুক্রবার কোচবিহার সেচ দপ্তর ও জেলাশাসক দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে পশ্চিমবঙ্গ বস্তি উন্নয়ন সমিতি, UCRC কোচবিহার লোকাল কমিটি এবং নাগরিক অধিকার রক্ষা কমিটির সদস্যরা। এদিন একটি মিছিল কোচবিহার আমতলা মোড় থেকে সেচ দপ্তরের দিকে চলে, অপরদিকে ছাট গুড়িয়াহাটি থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল জেলাশাসক দপ্তরে পৌঁছে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। পশ্চিমবঙ্গ বস্তি উন্নয়ন সমিতি এবং UCRC

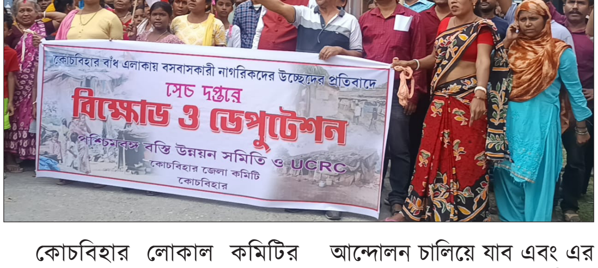

কোচবিহার লোকাল কমিটির অন্যতম সদস্য মহানন্দ সাহা জানান, "বাঁধের পাড়ে বসবাসরত মানুষদের যদি উচ্ছেদ করা হয়, তবে এই সেচ দপ্তর এবং সরকারের বিরুদ্ধে আমরা আন্দোলন চালিয়ে যাব এবং এর শেষ দেখে ছাড়বো।" অপরদিকে নাগরিক অধিকার রক্ষা কমিটির সদস্যদের দাবি, "সরকারকে আমাদের এখানেই বসবাসের অনুমতি দিতে হবে।"

চিকিৎসা করাতে এসে বাড়ি ফেরা হলো না বাবার

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিনহাটা: বাইকে চেপে চিকিৎসা করাতে এসে বাড়ি ফেরা হল না বাবার। মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনায় শোকাহত পরিবারের সদস্যরা। সোমবার দুপুরে গোপাল নগর এলাকায় ট্রাকে চাপা পড়ে এক ব্যক্তির মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য। জানা গেছে এদিন সিতাইয়ের বাসিন্দা বাবলু প্রামাণিক বয়স আনুমানিক ৬২ বছর। বাবলুবাবু ছেলের বাইকে চেপে দিনহাটা আসছিলেন ফিজিওথেরাপিস্টকে দেখাতে আর তাতেই বিপত্তি, হঠাৎ করে গোপাল নগর এলাকায় ছেলের বাইক থেকে পড়ে যান বাবলুবাবু। ঠিক সেই মুহূর্তে ওই রাস্তা দিয়ে একটি ট্রাক পিষে দিয়ে যায় বাবলুবাবুকে। ট্রাকে চাপা পড়ে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় বাবলু প্রামাণিকের। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ওই এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দিনহাটা থানার পুলিশ।

এবারে কোচবিহারের ভোটার তালিকায় উঠে এল পাঁচ বাংলাদেশির নাম

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: এবারে বাংলাদেশি ভোটারের নাম উঠে এল ভোটার তালিকায়। আর তা নিয়ে তীব্র হইচই কোচবিহারে। বিজেপির দাবি, এমন ভুয়ো ভোটার অনেক রয়েছে কোচবিহার তথা গোটা রাজ্যে। গোটা ঘটনা নিয়ে তদন্তের দাবি করেছেন তারা। কোচবিহারের মাথাভাঙ্গার শীতলকুচির বড় কৈমারী গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত নলগ্রামে ভোটার তালিকায় থাকা নাজির হোসেন, নাজিরা বিবি, সফিকুল ইসলাম, সোয়েল রানা মিয়াঁ, রাহুল আমিন মিয়াঁ তাঁরা প্রত্যেকেই বাংলাদেশের বাসিন্দা বলে দাবি। যদিও একটি অংশ দাবি করেছে, একসময় বড় কৈমারী গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত নলগ্রামের স্থায়ী বাসিন্দা ছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে তারা বাংলাদেশে চলে যান। গ্রামের অনেকেই এই পাঁচ ভোটারকে চেনেন না বলেও জানিয়েছেন। অথচ এখনও পর্যন্ত তাদের নাম ভোটার তালিকায় নাম রয়ে গেছে। এই বিষয়ে নজরে আসতেই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। সফিকুল ইসলামের আত্মীয় মহাবুল ইসলাম জানান, 'ভোটার তালিকায় নাম থাকা সফিকুল ইসলাম আমার কাকা হন। তিনি বর্তমানে বাংলাদেশে থাকেন। এখানে ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়ার কথা স্থানীয় বিএলআরও-কে বলার পরেও নাম থেকেই গিয়েছে। যদিও এই বিষয়টি নিয়ে স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য কবীর হোসেন বলেন, 'ওই পাঁচ ভোটারকে আমি চিনি। ওঁরা একসময় এই গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। পরবর্তীতে তাঁরা বাংলাদেশের বাসিন্দা হন। কিন্তু এখনও ভোটার তালিকায় ওঁদের নাম রয়ে গিয়েছে। শীতলকুচি ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি তপন কুমার গুহ সাংবাদিকদের বলেন, 'এই বিষয় শুধু নলগ্রামে নয়, বিভিন্ন জায়গা শোনা যাচ্ছে। এই বিষয়টি স্থানীয় অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতিদের বলা হয়েছে সকলেই তাঁদের নিজের অঞ্চলের ভোটার তালিকাগুলো দেখছেন এবং আগামী তিন তারিখ এই বিষয়ে দলীয়ভাবে একটি আলোচনা সভা রয়েছে সেখানে এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা হবে।' শীতলকুচির বিডিও সোফিয়া আব্বাস বলেন, 'ওই পাঁচজনের নাম আগেই ভোটার তালিকায় ছিল। ভারতের নাগরিক হওয়ায় তাঁরা বিগত দিনে ভোট দিয়েছেন। গত কয়েক বছরে তাঁরা অবশ্য বাংলাদেশে থেকেছেন। সেখানকার নাগরিকত্ব নিয়েছেন কি না জানা নেই। গোটা বিষয়টি জানার জন্য সংশ্লিষ্ট বুথের বিএলআরও-কে ডেকে পাঠানো হয়েছে।'

মাধ্যমিকে মোবাইল নিয়ে পরীক্ষাকেন্দ্রে পরীক্ষার্থী, সে কথা মাথায় রেখে কড়াকড়ি উচ্চমাধ্যমিকে

নিজস্ব সংবাদদাতা, তুফানগঞ্জ: মাধ্যমিকের ইতিহাস পরীক্ষা চলাকালীন মোবাইল ফোন নিয়ে ঢোকার অভিযোগ উঠল এক পরীক্ষার্থীর বিরুদ্ধে। দিন কয়েক আগে ঘটনাটি ঘটেছে কোচবিহার জেলার তুফানগঞ্জে নৃপেন্দ্র নারায়ণ মেমোরিয়াল উচ্চ বিদ্যালয় সেন্টারে। ওই পরীক্ষার্থীর পরীক্ষা বাতিল করা হয়েছে। ওই ঘটনায় পরীক্ষা কেন্দ্রের নিরাপত্তা নিয়ে উঠছে নানা প্রশ্ন। ওই বিষয়ে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি রামানুজ গাঙ্গুলি সাংবাদিকদের জানান, ওই পরীক্ষার্থী তুফানগঞ্জ ইলাদেবী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় থেকে এবছরের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী ছিলেন। তার পরীক্ষা কেন্দ্র পড়েছিল তুফানগঞ্জ নৃপেন্দ্র নারায়ণ মেমোরিয়াল উচ্চ বিদ্যালয়। পর্ষদের নির্দিষ্ট আইন মেনে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে তিনি জানিয়েছেন। তবে কিভাবে ওই পরীক্ষার্থী পরীক্ষা কেন্দ্রে মোবাইল নিয়ে প্রবেশ করল তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে বিভিন্ন মহলে।

মাধ্যমিকের ইতিহাস পরীক্ষার সময় সন্দেহ হওয়ায় তুফানগঞ্জ নৃপেন্দ্র নারায়ণ মেমোরিয়াল উচ্চ বিদ্যালয়ের এক পরীক্ষার্থীকে তল্লাশি করা হয়। পরীক্ষা বেশ কিছুক্ষণ চলার পর ওই ছাত্রীর কাছ থেকে মোবাইল ফোন উদ্ধার করে পরীক্ষা কেন্দ্রে কর্তব্যরত শিক্ষক। পরে জানাজানি হতেই ওই ছাত্রীকে পরীক্ষা কেন্দ্র থেকে সরিয়ে সেন্টারের প্রধান শিক্ষকের কার্যালয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। যাতে অন্যান্য ছাত্রীদের পরীক্ষার সমস্যা না হয়। পরে তাকে বাকি সময় পরীক্ষায় বসতে দেওয়া হয়নি। তার মোবাইল বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। আর তার ফলে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা নিয়েও সতর্ক হয়েছে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ। আগামী ৩ মার্চ থেকে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হবে। ওই পরীক্ষার সময়ে প্রত্যেক পরীক্ষার্থীকে মেটাল ডিটেক্টর দিয়ে পরীক্ষা করানোর পরে পরীক্ষা কেন্দ্রে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে।

ধিক্কার দিবস পালন করল এআইডিএসও

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: সারা বাংলা ধিক্কার দিবস পালন করল এসইউসিআইয়ের ছাত্র সংগঠন এআইডিএসও। ৪ মার্চ, মঙ্গলবার ওই কর্মসূচি কোচবিহার শহরেও একটি প্রতিবাদ মিছিল করা। স্থানীয় কাছারি মোড় থেকে হাসপাতাল চৌপথি ও বড় বাজার, মদনবাড়ি মোড় হয়ে ক্ষুদিরাম স্কোয়ারে এসে শেষ হয়। মিছিলে উপস্থিত ছিলেন এআইডিএসও'র রাজ্য সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য তথা কোচবিহার জেলা সম্পাদক আসিফ আলম, বৈশাখী নন্দী, রূপালী সরকার সহ অন্যান্য ছাত্র-ছাত্রী। জেলা সম্পাদক কমরেড আসিফ আলম বলেন, "গতকাল রাজ্য জুড়ে এবং কোচবিহার শহর সহ হলদিবাড়ি কলেজে এআইডিএসও কর্মীদের উপর তৃণমূলের দুষ্কৃতি বাহিনী ব্যাপক আক্রমণ করে তার প্রতিবাদে আজ রাজ্য জুড়ে ধিক্কার মিছিল তারই অংশ হিসাবে কোচবিহার শহরের মিছিল করা হয়। অবিলম্বে এই দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে।" তিনি আরো বলেন, "উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শাসকদল ও তার মদত পুষ্ট ছাত্র সংগঠনের মদতে দুর্নীতি চক্র ও থ্রেট কালচারের ভয়াবহ পরিণতি হলো আরজি কর মেডিকেল কলেজের ডাক্তার ছাত্রী ভাই আর খুন ও ধর্ষণের ঘটনা তাই অভয়ার ঘটনার পুনরাবৃত্তি রুখে দিতে, সরকারি শিক্ষাব্যবস্থা বাঁচানোর দাবিতে এবং ক্যাম্পাসে ক্যাম্পাসে গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনার আন্দোলনকে আরো তীব্রতর করার এই ধারাবাহিক আন্দোলনে সকল ছাত্র সমাজকে সামিল হওয়ার আহ্বান

জানাচ্ছি।" ৩ মার্চ কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র ধর্মঘটের ডাক দেয় এআইডিএসও। অভিযোগ, সংগঠনের কর্মীদের উপর টিএমসিপি দুষ্কৃতীরা হামলা করে। আসিফকেও মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। ওই ঘটনায় প্রতিবাদে সারা বাংলা ধিক্কার দিবসের ডাক দিয়ে কোচবিহার শহরে মিছিল করে সংগঠনের সদস্যরা। গত ১ লা মার্চ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের উপর দিয়ে শিক্ষামন্ত্রীর কনভয়ের গাড়ি চালিয়ে দেওয়ার অভিযোগের প্রতিবাদে ও দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে, ক্যাম্পাসে ক্যাম্পাসে থ্রেট কালচার ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গণতান্ত্রিক পরিবেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে রাজ্য জুড়ে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে এআইডিএসও-র পক্ষ থেকে ছাত্র ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়। সেই ধর্মঘট সফল হয়েছে বলে সংগঠনের পক্ষে দাবি করা হয়। টিএমসিপির পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, বনধ পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে।

বাজেট অধিবেশন অনুষ্ঠিত হলো শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের

নিজস্ব সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি: শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের বাজেট অধিবেশন অনুষ্ঠিত হলো ৪ মার্চ, মঙ্গলবার। শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাকক্ষে এই বাজেট অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এদিন বাজেট অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ, সহকারী সভাধিপতি রমা রেশমি এক্কা, শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সচিব ইউটন শেরপা এবং অন্যান্য কর্মকর্তারা। বাজেট অধিবেশন শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ বলেন, "২০২৫-২৬ সালের বাজেট ₹১৩০ কোটি টাকা ধার্য করা হয়েছে। এই বাজেটের অর্থ শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্যকরণ ক্ষেত্রে বিশেষ উদ্যোগ নিতে ব্যবহার হবে। এছাড়াও গ্রামীণ এলাকাগুলোর উন্নয়নে বিশেষ নজর দেওয়া হবে এবং কিছু গ্রাম পঞ্চায়েতকে মডেল হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করা হবে।"তিনি আরও বলেন, "খেলাধুলার ক্ষেত্রে ছোট ছোট ইন্ডোর স্টেডিয়াম নির্মাণ করা হবে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন এলাকায়, যেখানে সুইমিং পুল, জিম এবং অন্যান্য খেলাধূলার সুবিধা থাকবে। এবারের বাজেটে বিশেষভাবে কিছু অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে নেশাগ্রস্ত মানুষদের পুনর্বাসনের জন্য। সমাজের মূল স্রোতে তাদের ফিরিয়ে আনতে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ বেশ কিছু নেশামুক্তি কেন্দ্রে আর্থিক সহায়তা প্রদান করবে। এছাড়াও, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলোকেও আর্থিক সহযোগিতা দেওয়া হবে।"

বৈঠকে কেন্দ্র সরকারকে নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন সভাধিপতি অরুণ ঘোষ। তিনি বলেন, "গত বছর বাজেট ছিল ₹১৩১ কোটি, কিন্তু এবছর এক কোটি টাকা কমিয়ে ₹১৩০ কোটি করা হয়েছে। কেন্দ্র সরকারের কিছু প্রকল্পের জন্য টাকা রাজ্য সরকার পাচ্ছে না, যার মধ্যে আবাস যোজনাও অন্তর্ভুক্ত। এর ফলে রাজ্য সরকার ও শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ প্রায় কোটি কোটি টাকার বঞ্চিত হয়েছে, যার প্রভাব বাজেটেও পড়েছে। তবে, নিজস্ব তহবিল থেকে এবছরের ₹১৩০ কোটি বাজেট সম্পূর্ণভাবে খরচ করা হবে।"

বাংলাদেশি চোরকে ধরল ভারতীয় গ্রামবাসী

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: মেখলিগঞ্জে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে গ্রামবাসীদের হাতে ধরা পড়ল এক বাংলাদেশি চোর। ৩ মার্চ, সোমবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে মেখলিগঞ্জের বাগডোকরা ফুলকাডাবরি সীমান্ত এলাকায়। ওই ঘটনার জেরে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য তৈরি হয়। পরে ওই বাংলাদেশি চোরকে বিএসএফের হাতে তুলে দেন গ্রামবাসীরা। বিএসএফ সূত্রের খবর, ওইদিন রাতে ভারতীয় পাচারকারীদের মদতেই ওই ব্যক্তি ভারতে প্রবেশ করেছে। পরে তাকে ফুলকাডাবরি সীমান্তে স্থানীয় লোকজন আটক করেন। পরে তারা বিএসএফকে খবর দেন। খবর পেয়ে বিএসএফ আধিকারিক ঘটনাস্থলে যায়। সেখানে গ্রামবাসীরা বাংলাদেশি চোরকে বিএসএফের হাতে তুলে দেয়। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, ধৃতের বাড়ি বাংলাদেশের দহগ্রাম-আঙ্গারপোতা এলাকায়। ধৃতের নাম কী এবং কীভাবে সে এদেশে প্রবেশ করল, তার সঙ্গে আর কেউ যুক্ত রয়েছে কিনা, এইসব তথ্য জানার জন্য ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

বাইসনের হামলায় জখমের ক্ষতিপূরণ দাবি কৃষক সভার

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: বাইসনের হামলায় জখম কৃষকের চিকিৎসার খরচ বহনের দাবি তুলে বন দফতরের আধিকারিককে স্মারকলিপি দিল সারা ভারত কৃষক সভা। সোমবার কোচবিহারের ডিএফও অফিসে গিয়ে স্মারকলিপি দেন তারা। সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, গত ২৭ ফেব্রুয়ারি বাইসনের হামলায় গুরুতর জখম হয়েছিলেন কোচবিহার ১ নম্বর ব্লকের মোয়ামারির কৃষক আবুবক্কর সিদ্দিক। শিলিগুড়ির একটি বেসরকারি হাসপাতালে তিনি চিকিৎসাধীন। চিকিৎসার জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। কৃষক পরিবারের পক্ষে ওই টাকা খরচ করা সম্ভব হচ্ছে না। সেই বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি তোলা হয়েছে। সেখানে উপস্থিত ছিলেন জেলা সিপিএমের সম্পাদক অনন্ত রায়, কৃষক নেতা তমসের আলি, আকিক হাসান।

গাঁজা ও আফিম সহ ধৃত ২

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: পঞ্চাশ কেজির উপরের গাঁজা ও আফিম সহ দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করল কোচবিহার পুন্ডিবাড়ি থানার পুলিশ। ৪ মার্চ, মঙ্গলবার কোচবিহার জেলা পুলিশ সুপার দপ্তরে সাংবাদিক বৈঠক করে এমনটা জানিয়েছেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কৃষ্ণ গোপাল মিনা। এদিন তিনি জানান, গোপন সূত্রে খবর ভিত্তিতে পুন্ডিবাড়ি ১৭ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা দুজন ব্যক্তিকে আটক করে পুলিশ। তাদের কাছ থেকে উদ্ধার হয় প্রচুর পরিমাণে ২২ কেজি গাজা, ৫১ কেজি আফিম এবং নগদ ৬০ হাজার টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়। ওই আফিমের বাজারমূল্য আনুমানিক প্রায় ২ লক্ষ টাকা। গ্রেপ্তার ওই দু'জন ব্যক্তি পুন্ডিবাড়ির বাসিন্দা। ধৃতদের নাম, মুন্নাফ মিয়াঁ ও কার্তিক চন্দ্র মন্ডল। অভিযুক্তদের আজ কোর্টে তোলা হবে বলে জানান তিনি। সাংবাদিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ওই থানার ওসি সোনম মহেশ্বেরী সহ অন্য পুলিশ কর্তারা।

ব্যাপক হারে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা কমেছে উচ্চমাধ্যমিকে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: উচ্চমাধ্যমিকে অস্বাভাবিক হারে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা কমে গিয়েছে। উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ সূত্রে জানা গিয়েছে, শুধু কোচবিহরেই গতবারের তুলনায় এবারে প্রায় দশ হাজার ছাত্র-ছাত্রী কম রয়েছে। সংসদ সূত্রেই জানা গিয়েছে, এবারে কোচবিহারে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ১৭ হাজার ৮৪০ জন। গতবছর ওই সংখ্যা ছিল ২৭ হাজার ২০৫ জন। উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ সূত্রে দাবি করেছে, ২০১৮ সালে পঞ্চম শ্রেণিতে ভর্তির সময় দশ বছর বয়স নিয়ে কড়াকড়ি করা হয়। দশ বছরের কম কাউকে পঞ্চমে ভর্তি করা হয়নি। তাতেই কমে যায় পড়ুয়ার সংখ্যা। সেই 'ব্যাচ' এবারে উচ্চমাধ্যমিক দিচ্ছে। সে জন্যে গোটা রাজ্যেই কম রয়েছে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা। উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ কোচবিহার ডিসট্রিক্ট অ্যাডভাইসরি বোর্ডের যুগ্ম আহবায়ক মানস ভট্টাচার্য বলেন, "এবারে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা শুধু আমাদের জেলায় নয় গোটা রাজ্যেই কম। কি কারণে কম তা স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। পরের বছরই আবার সব স্বাভাবিক হয়ে যাবে।" বিরোধীরা অবশ্য দাবি করেছে, স্কুলছুটের সংখ্যা বেড়েছে। মাধ্যমিকের পরে অনেকেই ভিনরাজ্যে কাজের খোঁজে চলে যাচ্ছে। কেউ স্থানীয় জায়গাতেই পড়াশোনা ছেড়ে নানা কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ছে সে কারণেই ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা কমে যাচ্ছে। অবশ্য স্কুলছুট বেড়েছে তা মানতে নারাজ শিক্ষা দফতর। এই অবস্থার মধ্যেও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা নিয়ে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে। নকল রুখতে প্রত্যেক কেন্দ্রে সিসিটিভি ও মেটাল ডিটেক্টর থাকবে। প্রশ্ন ফাঁস রুখতে এবারে কড়াকড়ি অবস্থান নিয়েছে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। এবারে প্রশ্নপত্রের প্যাকেট খোলা হবে হল ঘরে পরীক্ষার্থীদের সামনে। আগাম স্কুলের অফিস ঘরে প্যাকেট খুলে প্রশ্ন ভাগ করে নেওয়ার কোনও সুযোগ থাকবে না।

সম্পাদকীয়

আইপিএল যখন জুয়া

দশকের পর দশক পার হয়ে গিয়েছে কিন্তু ক্রিকেটের প্রতি মানুষের ভালবাসার বন্ধনে কখনও ফাটল ধরেনি। বহু ঘটনার সাক্ষী থেকেছে এই ক্রিকেট। সুনীল গাভাস্কার থেকে শচীন তেন্ডুলকর। বিরাট কোহলি। তিরাশির বিশ্বজয়ী দলের ক্যাপ্টেন কপিল দেব। ভারতীয় ক্রিকেটের ইতিহাস তো বটেই, বিশ্বের ক্রিকেট ইতিহাসে এদের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা হয়ে রয়েছে। একবার সেই সব মানুষদের ছুঁয়ে দেখতে অপেক্ষা করে থাকেন কোটি কোটি মানুষ। সেই ক্রিকেট ইতিহাসে একটি নাম এখন জুড়ে গিয়েছে। তা আইপিএল। ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ। এই লিগের সঙ্গে ভারতীয় ক্রিকেটেরেরা তো বটেই, বাইরের দেশের ক্রিকেট খেলোয়াড়রাও যুক্ত রয়েছেন। কোটি কোটি টাকার খেলোয়াড়দের নিলাম হয়। ক্রিকেটের সেই নতুন উন্মাদনাকে দেশের নানা প্রান্তে পৌঁছে দিতে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ৫ মার্চ, বুধবার কোচবিহারে পৌঁছায় আইপিএল ট্রফি। কোচবিহার স্টেডিয়ামে ট্রফির প্রদর্শনী হয়। চলে রাত পর্যন্ত। বহু মানুষের ভিড়ে এক উৎসবের পরিবেশ তৈরি হয়। এমন এক প্রেমে যখন ঢুকে যায় জুয়া তা মনকে ব্যথিত করে। তাই সবিনয়ে নিবেদন, মানুষের এই ভালোবাসা ও আবেগের মর্যাদা রেখে কড়া হাতে ব্যবস্থা নিয়ে বন্ধ করা হোক এই আইপিএল জুয়া।

টিম পূর্বোত্তর

সম্পাদক ঃ সন্দীপন পন্ডিত
কার্যকারী সম্পাদক ঃ দেবাশীষ চক্রবর্তী
সহ-সম্পাদক ঃ কঙ্কনা বালো মজুমদার, বর্ণালী দে
ডিজাইনার ঃ ভজন সূত্রধর
বিজ্ঞাপন আধিকারিক ঃ রাকেশ রায়
জনসংযোগ আধিকারিক ঃ মিঠুন রায়

প্রবন্ধ

মানুষ কেনাবেচার হাট

...চৈতালি ধরিত্রীকন্যা

ইন্টারনেট থেকে সংগ্রহীত ছবি

বাংলা সাহিত্য হাত ধরেছে মানুষের জীবনযাত্রাকে। কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কবিতা ‘হাট’ একটি চিরচেনা কর্মময় জীবনের প্রকাশ। হাটের বিবরণ পাই রবীন্দ্রনাথের হাট কবিতাতেও। সেখানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হাটের বাহ্যিক বিবরণ তুলে ধরেছেন। হাট একটি নির্দিষ্ট দিনে বসে এবং সেটি একটি নির্দিষ্ট স্থানেই বসে। সারা পৃথিবীতে এই হাটের ব্যবসা প্রায় একইরকম। “হাট বসেছে শুক্রবারে বক্সিগঞ্জের পদ্মাপাড়ে” আবার কবি যতীন্দ্রনাথ হাটকে গভীরভাবে ভবের হাটে মানবজীবনের আসা আর যাওয়া অর্থাৎ জন্ম আর মৃত্যুর মাঝে যে জীবনযাত্রা তাকে নাট্য মঞ্চে নাটকের সাথে তুলনা করেছেন। “নতুন করিয়া বসা আর ভাঙা পুরোনো হাটের মেলা; দিবস রাত্রি নূতন যাত্রী নিত্য নাটের খেলা।” হাটে বিচিত্র মানুষ বিচিত্র তার লেনদেন হয় একে অপরের সঙ্গে। গভীর যোগাযোগ তৈরি হয় আবার কালের ব্যস্ততা বিষয়ের বিভিন্নতার চক্রাজালে সেই যোগাযোগ ছিন্নও হয়। ব্যবহারিক জাগতিক বৈষয়িকতার আদান-প্রদানে কেউ কেউ হেরে যায় আবার কেউ কেউ জেতে। হাটে মানুষের কেবল খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থানের নানান উপকরণই কেনাবেচা হয় না। স্বয়ং মানুষ নিজেকেও কেনাবেচার মধ্যে রাখে অথবা মানুষ হাটে বিক্রিত হয়। এখানে মানুষ গবাদি পশু তুল্য। এইসব মানুষদের দাস বলা হয়। মানব সভ্যতার ইতিহাস অনুযায়ী খ্রীষ্টপূর্ব ৫০০০ সালে মেসোপটেমিয়ায় প্রথম ক্রীতদাস প্রথা চালু হয়। এরপর খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০০ বছর থেকে এই ক্রীতদাস কেনাবেচা মিশর হয়ে ছড়িয়ে পড়ে ভারতবর্ষে। রোম গ্রীস হয়ে চীনে মারাত্মকভাবে জেঁকে বসে এই প্রথা। দাস ব্যবসার সঙ্গে জড়িয়ে ছিল অর্থশালী, বিত্তবানদের অহংকার এবং এই দাম্ভীকতার বহির্প্রকাশ ছিল। ক্রীতদাসদের প্রতি অমানবিক অত্যাচার যার পেছনে ছিল অসহনীয় মাত্রাতিরিক্ত খাটুনি। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্স আটলান্টিক শ্লেভ ট্রেডের মতো মানুষ কেনা এবং তাদের দিয়ে জমি চাষ থেকে শুরু করে ইমারত গড়া, স্থাপত্য তৈরী থেকে কারখানার নানাবিধ কাজ করানো হতো এবং সেটি ছিল বিনা পারিশ্রমিকে। দাসদের ঘাম রক্ত ও কষ্ট মৃত্যু রোগব্যাধি দাসদের আত্মহত্যা। দাস ব্যসায়ীদের কাছে ছিল স্বাভাবিক ব্যাপার তুচ্ছ ঘটনা। অহরহ ক্রীতদাসেরা পিঁপড়ের মতো মারা যেত।

রাষ্ট্রীয়ভাবে দাসপ্রথা সর্বপ্রথম বিলুপ্ত ঘোষণা করে ইংল্যান্ড ১৮০৭ সালে। যদিও এই অবৈধ দাস ব্যবসা বন্ধ হতে ১৮৬০ দশক পর্যন্ত সময় লাগে। তবে ১৮৬১ সালে রিপাবলিকান প্রেসডেন্ট আব্রাহাম লিঙ্কন ক্ষমতা গ্রহণের কিছুদিন পরই আমেরিকায় গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। আমেরিকার গৃহযুদ্ধ ও দাসপ্রথা গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত ছিল। ঠিক একই সময়ে এই উপমহাদেশেও জাঁকিয়ে বসেছিল এই মানুষ কেনাবেচার হাট। আসাম চট্টগ্রামে দাম ছিল গড়ে ২০ টাকা। কলকাতাতে প্রতি বছর আসতো ভিন দেশি দাস। তাদের দামও ছিল চড়া। ১৮৩০ সালে একটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় অযোধ্যা নবাব চড়া দামে কিনেছিলেন ৫ জন সুন্দরী বিদেশী মেয়ে এবং ৭ জন ভিনদেশী পুরুষ। দাম পড়েছিল ২০০০০ টাকা। পলাতক ক্রীতদাস ধরে দেবার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করা হতো এবং এই পুরস্কার হাটে সবার সামনে দেওয়া হতো। ব্রিটিশ ওয়ারেন হেস্টিংক্স তো রীতিমতো নিয়ম করে দিয়েছিলেন কোনো দাস কেনার সময় আদালতে রেজিস্ট্রি করাতে হবে। কলকাতায় এর ফী ছিল চার টাকা চার আনা। নীচু শ্রেণির মানুষ অথবা ছেলে ধরার হাতে ধরা পড়া বাচ্চারা দুর্ভিক্ষের কারণে দাস হয়ে নিজেদের বিক্রি করতো। পরিবার পেত অর্থমূল্য। কন্ট্রবিউটিং করেসপনডেন্ট ‘দাস প্রথার বিস্তার ও বিলোপের ইতিহাস’ থেকে জানা যায়। ১৮৩০ এর শতকের শেষ ভাগে আফ্রিকা থেকে আনা ‘হাবসী’ আর ‘কাফরী’ ক্রীতদাসের দাম ছিল সবচেয়ে বেশি। হিন্দু সমাজে পুরুষ ক্রীতদাসদের বলা হতো ‘দাস’ এবং মহিলা ক্রীতদাসদের বলা হতো ‘দাসী’। মুসলিম সমাজে পুরুষ ক্রীতদাসদের বলা হতো ‘গোলাম’ বা ‘নফর’ আর মেয়ে ক্রীতদাসদের বলা হতো ‘বাদী’। তাছাড়া সুন্দরী বাদীদের দাম আর চহিদা বেশি ছিল। অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে ক্রীতদাস প্রথা বন্ধ হতে থাকে। হাটে হাটে মহিলা ক্রীতদাস কেনাবেচার মূল কারণ ছিল ভিন্ন। তাদের দিয়ে নানা রকম খাটাখাটুনী পরিশ্রম করানোই ছিল মূল উদ্দেশ্য। তাই-ই শুধু নয়; মহিলারা ছিল প্রথমত ভোগের বস্তু। মালিকপক্ষ আগে মেয়ে দাসী বাদীদের যৌন ভোগ করতো। এতে দাসীরা রাজি না থাকলে করা হতো শারীরিক নির্যাতন। দাসপ্রথা বিলুপ্ত হলেও এখনোও মেয়ে কেনাবেচা প্রকাশ্যে চলে সারা বিশ্বের নানান জায়গায়। আফ্রিকার দেশ নাইজেরিয়ায় এখনো একটি প্রথা চালু আছে। যাকে স্থানীয়রা বউ কেনাবেচার হাট বলে উল্লেখ করে। কেন না এখানে প্রতিপত্তিশালীরা দরিদ্র মেয়েদের টাকা দিয়ে কিনে নেয়। এই ‘Money marriage’- এ নাবালিকা মেয়েরা নির্যাতিত হয়। বয়স্ক ধনী বিত্তশালী পুরুষরা তাদের আকাঙ্খা চরিতার্থ করতে অল্প বয়সী কিনে আনা মেয়েদের দিয়ে নানারকমভাবে ভোগের লালসা প্রথমে তো থাকেই পরবর্তীকালে তা অত্যাচারে পরিণত হতো। জানা গেছে ২৫ বছর আগে নাইজেরিয়ার সরকার এই প্রথা নিষিদ্ধ করলেও এখানকার হাটের গোপন স্থানে এই প্রথা এখনোও চালু আছে। এখন নাইজেরিয়ার Communist leader ONAMATOPE SUNDAY INCHELE এই ধরণের মেয়েদেরকে উদ্ধার করার কাজের সাথে জড়িত আছেন। তার মতে অশিক্ষিত দরিদ্র পরিবারে এখনো এই অবৈধ কাজ চলছে। পেটের তাগিদে তাদের পরিবার এই কাজ করতে বাধ্য থাকছে। অন্যদিকে একসময় গীতিকার গৌরিপ্রসন্ন মজুমদার এবং অংশুমান রায়ের একটি গানে মাতোয়ারা হয়েছিল বাঙালি শ্রোতা- “ও দাদা পায়ে পড়ি রে; মেলা থেকে বউ এনে দে”। কিন্তু অবিশ্বাস্য হলেও ইউরোপের দেশ বুলগেরিয়ার একটি হাট বসে যেখানে জীবনসঙ্গীনি কিনতে পাওয়া যায়। এতক্ষণ আমরা দাস-দাসী ক্রয়-বিক্রয়ের হাটে ছিলাম। কিন্তু এবার এই হাটে কী হয় odd-banga.com থেকে জানা যায়- বুলগেরিয়ার এই হাটের মঞ্চে বছরে চারবার মেয়েদের সাজিয়ে গুছিয়ে ওঠানো হয়। দূর-দূরান্ত থেকে খদ্দেররা আসেন এই মেয়েদের কিনতে। উদ্দেশ্য বিয়ে করা। এই হাট কিন্তু “আঁধারেতে থাকে হাট” নয়। দূর থেকে দেখে মনে হবে যেন রঙের মেলা বসেছে। কাছে গেলে দেখা যায় জিনিসপত্র সাজিয়ে বসেছেন দোকানীরা আর মানুষজনের থাকে রঙীন সাজগোজ। আধুনিক ও ঐতিহ্যবাহী সাজে একঝাঁক তরুণী সুন্দরীর দল মডেলিং- এর কায়দায় হেঁটে বেড়ায় এবং নানারকম অঙ্গভঙ্গী করে এই হাটে আর পাশে তাদের অভিভাবকরা দাঁড়িয়ে জোড়ে জোড়ে নিলাম হাঁকেন। দেখা যায় যে মেয়ে যত সুন্দর তার দামও তত বেশি। কোনো দালাল নয়, খোদ পরিবার থেকেই হাতবদল হয় এই মেয়েরা। চুরি করে আনা কিংবা পাচার করে দেওয়া মেয়ে কিংবা যৌনদাসী ক্রয় বিক্রয়ের হাট নয় এটি। এখানে সরাসরি বাবা মা-ই বিক্রি করে দেন মেয়েকে। এদের বিশ্বাস এখানে এলে সম্পর্ক নাকি আর ভাঙেই না। প্রেমিক-প্রেমিকাদের ভরসা জোগায় এই হাট। এই ‘ব্রাইড মার্কেট’-এর আয়োজন করে থাকে ইউরোপের একটি বিশেষ জনগোষ্ঠী। বুলগেরিয়ার রোমা বা কলাইদঝি সম্প্রদায়ের মানুষেরা তাদের পুরোনো রীতিনীতি আঁকড়ে থাকতেই ভালোবাসে আর সেই কারণেই নিজেদের সম্প্রদায়ের বাইরে অন্য কাউকে বিয়ে করার নিয়ম নেই এদের মধ্যে। ‘ব্রাইড মার্কেট’- এ কুমারী মেয়েদের নিয়ে বানিজ্য বেশি হয়। তারাই একমাত্র পণ্য হয়ে দাঁড়াতে পারে যাদের থাকে অক্ষতযোনি। কৌমার্য হারালে আর মেলায় বিক্রি হবার সুযোগ পায় না কোনো মেয়ে।

বুলগেরিয়ার স্তারা, জাগোয়ার এই হাটে পছন্দের পাত্রী কেনার পাশাপাশি খাওয়া-দাওয়াও বেশ। গ্রিল করা মাংস আর বিয়ার থাকে তাদের পছন্দের তালিকায়। মেয়ে এখানে বস্তুর মতোই। শরীরী আবেদনের সঙ্গে থাকে চাহনীতে আর্তী। এসব কিছু ১৩/১৪ বছর বয়সের মেয়েদের বাড়িতেই শেখানো হয় কীভাবে অঙ্গভঙ্গী করবে! চলনে বলনে সাজগোজে একজন ছেলে সেই মেয়ের প্রতি আকর্ষণ বোধ করবে। এখানেও কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের হাট কবিতার কয়েক পঙিত মাথায় আসে “শিশির বিমল প্রভাতের ফলশত হাতে সহি পরখের ফল” ব্রাইড মার্কেটের অভিভাবকরা যথেষ্ট সজাগ তাদের চিন্তায়। কলাইদঝিদের কানে সভ্য সমাজের রীতি সংস্কৃতি পৌঁছায় না। কারণ এই লোকেদের কাছে পেট ভর্তি থাকাটাই বড় কথা। দরিদ্র শ্রেণির এই সম্প্রদায়ের কাছে বা ভার্জিন মার্কেট অথবা বৌ কেনার হাট হলো সারাজীবনের রুটিরুজির একটি পন্থা। কোনো অভিভাবকদের এই হাটের থেকে নিজের কন্যা সন্তানের বিবাহসূত্রে পাওয়া অর্থে সারাজীবনের জন্য পেটের চিন্তা দূর হয়। বুলগেরিয়াতে যদি “বৌ-হাট” হয় তবে চোখ ঘুরে আসবে পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলকাতাতে। সমগ্র এশিয়া মহাদেশে একটি জায়গাতেই রয়েছে “বৌ বাজার”। না এখানে বৌ কেনাবেচা হয় না। ইতিহাস বলছে জমিদার বিশ্বনাথ মতিলালের বউ ছিল বউরানি। গঙ্গার সাথে যুক্ত ছিল একটি খাল যা বউরানি খাল নামে পরিচত ছিল। ১৭৩৭ সালে ভূমিকম্পে সেই খাল বন্ধ হয়ে যায়। সেখানে ছিল ছোট মাঝারি নৌকোতে কতকত লোকের যাতায়াত সেখানে হাটবাজার গমগম করতো। পুরো খালপাড় জুড়ে সেই হাটের নাম ছিল বউরানির হাট। কালের হাত ধরে সব ভাটা পড়ে যায়। আজ আর সেই বউরানির হাট নেই। বউরানির কথা মাথায় রেখে নাম হয়ে যায় বউবাজার.....

দৌড়ে রাজ্য সেরা দরিবসের বিলকিস

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: টানাটানির সংসার। কখনও থাকতে হয়েছে অর্ধাহারে। তারপরেও মাঠের ভালোবাসা ভুলে যায়নি বিলকিস খাতুন। কোনও আধুনিক প্রশিক্ষণও নিতে পারেনি সে। তবে লক্ষ্য রয়েছে স্থির, একদিন দেশের হয়ে পদক জিতবে। সেই স্বপ্ন আর অদম্য ইচ্ছাশক্তিই তাকে তৃতীয়বারের মতো রাজ্যসেরার খেতাব এনে দিয়েছে দিনহাটা মহকুমার সীমান্তবর্তী দরিবস গ্রামের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রী বিলকিস খাতুনকে। পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের উদ্যোগে পশ্চিম মেদিনীপুরে অনুষ্ঠিত ৪০তম রাজ্য বার্ষিক ক্রীড়া উৎসবে ১০০ মিটার দৌড় প্রতিযোগিতায় রাজ্যসেরা হয়েছে বিলকিস। এর আগে দু'বার রাজ্যস্তরে ও একাধিকবার জেলা পর্যায়ে সেরার খেতাব জয় করেছে সে। দরিবস গভর্মেন্ট প্রাইমারি স্কুলের ছাত্রী বিলকিসের বাড়ি সীমান্তবর্তী দরিবস গ্রামে। বাবা বেলাল মিয়াঁ পেশায় দিনমজুর। সংসারের অভাব-অনটনের কারণে মেয়েকে পর্যাপ্ত পুষ্টিকর খাবার কিংবা ভালো দৌড়ানোর জুতো দিতে পারেননি তিনি। মেয়ের সাফল্যের খবর শুনে আবেগ সামলাতে পারেননি বেলাল। তিনি বলেন, "মেয়ে সবসময় বলে, বাবা আমি খেলতে চাই, দেশের জন্য পদক আনতে চাই। কিন্তু পাঁচজনের সংসার চালিয়ে আমি ওকে ভালো খাবারও দিতে পারি না, ভালো জুতোও কিনে দিতে পারিনি। তারপরেও ওর জয় আমাকে গর্বিত করছে।" সরকার বা কোনো সংস্থা বিলকিসকে সাহায্য করে, তাহলে সে আরও এগিয়ে যেতে পারবে, দেশের জন্য সাফল্য এনে দিতে পারবে বলে মন্তব্য করেছেন ওই গ্রামের বাসিন্দারা।

দরিবস গভর্মেন্ট প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষকরাও বিলকিসের এই কৃতিত্বে গর্বিত। তারা জানান, ছোট থেকেই খেলার প্রতি তার প্রচণ্ড ঝোঁক। কিন্তু উপযুক্ত প্রশিক্ষণ না পাওয়ায় প্রতিভা হারিয়ে যাওয়ার শঙ্কাও রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির জেলা সভাপতি সুব্রত নাহা বলেন, "বিলকিসের মতো বহু প্রতিভাবান শিশু রয়েছে, যারা দারিদ্রের কারণে হারিয়ে যায়। যদি সরকারি ক্রীড়া সংস্থাগুলি এই বিষয়ে এগিয়ে আসে তাহলে ভবিষ্যতে দেশের হয়ে পদক আনতে পারবে।"

টিএমসিপি নেতার মদ্যপানের ভিডিয়ো ভাইরাল, বিতর্ক

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: সমাজমাধ্যমে এক তৃণমূল ছাত্রনেতার মদ্যপানের ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। আর তা নিয়েই শুরু হয়েছে বিতর্ক। ঘটনাটি কোচবিহার তুফানগঞ্জের। ভাইরাল হওয়া সেই ভিডিও-তে দেখা যাচ্ছে, তুফানগঞ্জ মহাবিদ্যালয়ে সংসদে বসে ছাত্রনেতা ধীমান দেউড়ি মদ্যপান করছেন। তার সামনে থাকা টেবিলে মদের বোতল সাজিয়ে রাখা হয়েছে। অপর প্রান্ত থেকে একজন ভিডিও করছে আর বলছে, আমাদের তুফানগঞ্জ কলেজের ছাত্র নেতা ধীমান দেউড়ি এখন মদ খাচ্ছে। ওই ভিডিও বিরোধী বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন ঘটনার তীব্র সমালোচনা করেছেন। সেই সঙ্গে ওই বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি তুলেছে। যদিও অভিযুক্ত দাবি করেছেন, ওই ভিডিও এডিট করে তৈরি করা হয়েছে। তৃণমূল ছাত্র পরিষদের রাজ্য সভাপতি ত্রিনাঙ্কুর ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, ওই বিষয়টি তার জানা নেই। বিষয়টি যদি সঠিক হয় তাহলে অভিযুক্তকে সংগঠন থেকে সরিয়ে দেওয়া হবে। অভিযুক্ত টিএমসিপি নেতা ধীমান দেউড়ি বলেন, "বিজেপি মিথ্যে ভিডিও তৈরি করে নাটক করছে। এর বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।"

বিরোধীরা অবশ্য অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি তুলেছে। সিপিএমের ছাত্র সংগঠন এসএফআইয়ের নেতা শিপক দাস সাংবাদিকদের জানান, ২০১১ সালের পর থেকে এখনও পর্যন্ত রাজ্যের কোনও কলেজে ছাত্র সংসদে নির্বাচন হয়নি। তৃণমূল জোর করে ক্ষমতা দখল করে রয়েছে। সেই কারণে তুফানগঞ্জ মহাবিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদে বসে মদ খাওয়ার মতো সাহস পাচ্ছে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের নেতারা। এর থেকে তৃণমূলের কাছে বেশি কিছু আশা করা যায় না বলেও তিনি দাবি করেন। অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের রাজ্য সম্পাদক দীপ্ত দে সাংবাদিকদের বলেন, "অবিলম্বে কলেজ কর্তৃপক্ষকে ওই টিএমসিপি নেতার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। অন্যথায় অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের পক্ষ থেকে বৃহত্তর আন্দোলন নামা হবে।"

নিয়ম না মেনে আবর্জনা ফেললে হতে পারে লক্ষ টাকা জরিমানা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: নিয়ম না মেনে আবর্জনা ফেললে হতে পারে এক লক্ষ টাকা জরিমানা। কোচবিহার পুরসভার এমন মাইকিংয়ে শোরগোল পড়ে গিয়েছে গোটা কোচবিহারে। কেউ বলছেন, এমন নির্দেশ দেওয়া যায় না কি! কেউ বলেছেন, হেরিটেজ কোচবিহারকে রক্ষা করতে নিতেই হবে এমন সিদ্ধান্ত। পুরসভা সূত্রে অবশ্য জানা গিয়েছে, নিয়ম না মেনে আবর্জনা ফেললে দশ হাজার টাকা থেকে এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা হতে পারে। এই মুহূর্তেই তা কার্যকর হবে না। দিন কয়েক সময় দেওয়া হবে। তারপরেও কাজ না হলে জরিমানা শুরু করা হবে।

কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ জানিয়েছেন, বহুদিন ধরে সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে টানা প্রচার চালানো হচ্ছে। প্রত্যেক বাড়িতে দুটো করে আবর্জনা রাখার জন্য বালতি দেওয়া হয়েছে। একটিতে কঠিন বর্জ্য, অপরটিতে পচনশীল বর্জ্য রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। তা সত্ত্বেও দেখা যাচ্ছে অনেকেই সেই নিয়ম মানছেন না। তিনি বলেন, "অনেকেই বাড়ির সামনে রাস্তার ধারে বা নিকাশি নালায় সেটা আবর্জনা ফেলছেন। সেখানে থেকে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে এবং নিকাশি নালাগুলি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। কোচবিহার শহর হেরিটেজ শহর ঘোষণা হয়েছে। তাই এই হেরিটেজ শহরকে নির্মল শহর করতে জরিমানার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সেই কারণে ২০ টি ওয়ার্ডে বাসিন্দাদের সচেতন করতে নির্মল সাথীদের ২৪ টি মাইক দেওয়া হয়েছে প্রচার করার জন্য। বাসিন্দাদের এ বিষয়ে সচেতন হওয়ার জন্য আমরা কিছুদিন সময় দেব। কিন্তু তারপর যদি দেখি তারা সচেতন হচ্ছে না তখন রাস্তাঘাটে বা নিকাশিতে আবর্জনা ফেলতে দেখা যায় তাহলে তাদের নূন্যতম ১০ হাজার থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ ১ লক্ষ টাকা জরিমানা করা হতে পারে। রাজার শহর কোচবিহারকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতেই এই উদ্যোগে নেওয়া হয়েছে।"

কোচবিহার পুরসভায় ২০ টি ওয়ার্ডে লক্ষাধিক মানুষ বসবাস করেন। পুরসভার পক্ষ থেকে শহরের সমস্ত অলিগলি ও বাড়ি থেকে নিয়মিত আবর্জনা সংগ্রহ করেন নির্মল বন্ধুরা। তারপরেই বাসিন্দারা চুপিসারে রাস্তার পাশে নোংরা আবর্জনা ফেলে দিচ্ছে। এতে শহর আবর্জনায় ভরে যাচ্ছে। সেই অবস্থার পরিবর্তন করতেই কড়া সিদ্ধান্ত নিয়েছে পুরসভা।

সাইবার প্রতারণায় কোচবিহার পুলিশের বড় সফলতা, ধৃত আরও ২

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: ডিজিটাল প্রতারণায় আরও দু'জনকে গ্রেফতার করল কোচবিহার পুলিশ। ১৩ ফেব্রুয়ারি বিশাখাপত্তনম থেকে ওই দু'জনকে গ্রেফতার করা হয়। ১৭ ফেব্রুয়ারি, সোমবার সাংবাদিক বৈঠক করে ওই কথা জানান কোচবিহারের পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য। ডিজিটাল প্রতারণায় ওই গ্রেফতার কোচবিহার পুলিশের বড় সফলতা বলে মনে করা হচ্ছে। সাংবাদিক বৈঠক করে কোচবিহারের পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য জানান, ধৃতদের নাম বারলা শেখর, সাকালা মহেশ। দু'জনের বাড়ি বিশাখাপত্তনমে। পুলিশ সূত্রেই জানা গিয়েছে, সাইবার প্রতারণায় নতুন সংযোগ হয়েছে 'ডিজিটাল অ্যারেস্ট' বলে। পুলিশ সূত্রেই জানা গিয়েছে, গত ৮ জানুয়ারি তুফানগঞ্জের এক অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষককে ভিডিয়োকলে ফোন করে অভিযুক্তরা। নিজেদের সিবিআই অফিসার পরিচয় দিয়ে ওই শিক্ষককে ভয় দেখাতে শুরু করে তারা। ওই শিক্ষকের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছে বলে তারা দাবি করে। সে সংক্রান্ত বেশ কিছু নথিপত্র দেখিয়ে ধৃত দাবি করে, ওই অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক অবৈধ আর্থিক লেনদেনের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। একটানা বাহাত্তর ঘন্টা ওই শিক্ষককে ভিডিয়োকলে বসে থাকতে বলা হয়। ৯ জানুয়ারি ভয় পেয়ে অভিযুক্তের দেওয়া অ্যাকাউন্টে দুই লক্ষ পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে দেয় ওই শিক্ষক। অভিযুক্ত শিক্ষকের কাছে আরও আট লক্ষ টাকা দাবি করে। কিছুটা সন্দেহ হওয়ায় ১১ জানুয়ারি ওই শিক্ষক পুলিশের দ্বারস্থ হয়। পুলিশ তদন্তে নেমে বিশাখাপত্তনম থেকে পিল্লাকে গ্রেফতার করে। তাকে পুলিশি হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে বাকি দু'জনের হদিশ পায় পুলিশ। কোচবিহরেরর পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য বলেন, "আরও কেউ ওই ঘটনার যুক্ত রয়েছে কি না তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।" এরপরেই কোচবিহার পুলিশের একটি দল পৌঁছে যায় বিশাখাপত্তনম। সেখান থেকে ওই দু'জনকে গ্রেফতার করা হয়। ধৃতদের কাছ থেকে বেশ কিছু নথি উদ্ধার করে পুলিশ। কোন অ্যাকাউন্টে টাকা নেওয়া হয়েছে, কত টাকা করে কমিশন ভাগ হয়েছে সমস্ত নথি পেয়েছে পুলিশ। পুলিশ জানতে পারে ওই একই দিনে সাত লক্ষ টাকা ওই যুবকদের অ্যাকাউন্টে ঢুকেছে। তার মধ্যে দুই লক্ষ টাকা কোচবিহারের, পাঁচ লক্ষ মহারাষ্ট্রের। গত ৩১ জানুয়ারি ওই মামলায় বিশাখাপত্তনম থেকে পিল্লা নানি নামে এক যুবককে গ্রেফতার করেছিল পুলিশ। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে সেখান থেকেই ১৩ ফেব্রুয়ারি আরও দু'জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

১০০ কোটি টাকা ছাড়াল কমফি-এর অমরুতাঞ্জনের ঋতুস্রাবজনিত সামগ্রী

শিলিগুড়ি: ব্যথার ব্যবস্থাপনায় পথপ্রদর্শক অমরুতাঞ্জন হেলথকেয়ার, নারীদের পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে এবং যথাযথ দামে উপলব্ধ পণ্যের প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকৃতি দিয়ে, ২০১১ সালে 'কমফি' ব্র্যান্ড লঞ্চ করেছিল। বর্তমানে, কমফি ১০০ কোটি টাকার একটি ব্র্যান্ডে হিসেবে পরিচিত, যা কয়েক লক্ষ মহিলাকে ঋতুস্রাবজনিত পরিচর্যা সামগ্রীর এক সম্পূর্ণ সম্ভার জুগিয়েছে। এর মধ্যে আছে স্যানিটারি ন্যাপকিন, ট্যাম্পন, মেনস্ট্রুয়াল কাপ এবং পিরিয়ড পেইন রোল-অন। ধারাবাহিকভাবেই, ব্র্যান্ড সচেতনতাকে অগ্রাধিকার দিয়ে এসেছে, যার ভিত্তি হল কোম্পানির মূল বক্তব্য – 'পাওয়ার টু বি ইউ'।

বর্তমানে, ভারতে প্রায় ৩৫৫ মিলিয়ন মহিলার মধ্যে মাত্র ৩৬% স্যানিটারি ন্যাপকিন ব্যবহার করে, এই সমীক্ষাটি বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকার মহিলা এবং মেয়েদেরকে নিয়ে করা হয়েছিল, যাদের কাছে সীমিত পরিমাণ ভাল গুণমানের ঋতুস্রাবজনিত পরিচর্যা সামগ্রী পৌঁছয়। তাই কমফির অনুপ্রেরণা হিসাবে কাজ করেছে তাঁদেরই কাহিনি।

মহিলাদের পরিচ্ছন্নতা ব্যবস্থাপনায় নেতা বেল্লা প্রিমিয়ার হ্যাপি হাইজিন কেয়ার প্রাইভেট লিমিটেডের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে এই টিম এমন একটি পণ্য ডিজাইন করেছে, যা অন্য ব্র্যান্ডের তুলনায় ৮০% বেশি আর্দ্রতা শুষে নিতে পারে। কারণ এতে রয়েছে উত্তর আমেরিকার পাল্প। পণ্যগুলি বিস্তৃত এলাকার পাশাপাশি ১০,০০০-এর কম জনসংখ্যার গ্রামেও সরবরাহ করা হবে। এই নাগাল বাড়াতে কমফি একটি বিশেষ পাইকারি প্যাক তৈরি করেছে, যাতে প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতেও সহজেই পণ্য পৌঁছানো যায়।

অমরুতাঞ্জন হেলথকেয়ার লিমিটেড-এর চেয়ারম্যান অ্যান্ড ম্যানেজিং ডিরেক্টর এস শম্ভু প্রসাদ বলেন, "আজ, কমফি একটি ১০০ কোটি টাকার ব্র্যান্ডে পরিণত হয়েছে, যা তার অনন্য স্যানিটারি প্যাডের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধির কারণে, তার মহিলাদের স্বাস্থ্যবিধি ব্যবসা সম্প্রসারণ করছে। পাশাপাশি, আমরা প্রোজেক্ট দিশার মত তৃণমূল স্তরের উদ্যোগের মাধ্যমে তাদের মধ্যে সচেতনতার হার আরও বাড়িয়ে তুলতে চাই, যা তাদের সম্ভ্রম বজায় রেখে জীবন কাটাতে সাহায্য করবে।"

এখন মাত্র ₹৪.৯৯ লক্ষ টাকা মূল্যে পাওয়া যাচ্ছে মোটো মরিনি সেয়েমেজ্জো ৬৫০ রেঞ্জ

কলকাতা: ভারতে সেয়েমেজ্জো ৬৫০ লাইনআপের জন্য উল্লেখযোগ্যভাবে দাম কমানোর ঘোষণা করেছে মোটো মরিনি (এমএম), আদিশ্বর অটো রাইড ইন্ডিয়া (এএআরআই) ফ্যানদের জন্য তার এই সেরা মানের ইতালীয় মোটরবাইকগুলিকে আরও সাশ্রয়ী করা হয়েছে। এটি মোটো ভল্ট এবং মোটো মরিনি-এর জন্য এএআরআই-এর ২০২৫ সালের লক্ষ্যগুলিকে সমর্থন করে, যা ভারতীয় বাজারে ব্র্যান্ডের আবেদনকে আরও সম্প্রসারিত করবে। এই প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে, এএআরআই সম্পূর্ণ নতুন দামে মাই-২০২৫ সেয়েমেজ্জো ৬৫০ স্ক্র্যাম্বলার এবং রেট্রো স্ট্রিট মডেলগুলি লঞ্চ করেছে, যা ইতালীয় পারফরম্যান্স, ডিজাইন এবং ঐতিহ্যকে তুলে ধরেছে এমন রাইডারদের জন্য যারা মূল্য প্রস্তাবকে আরও বাড়িয়ে তুলবে। গ্রাহকরা এই এমএম সেইমেজ্জো ৬৫০ রেট্রো স্ট্রিট ৪,৯৯,০০০ টাকা (২,০০,০০০ টাকা ছাড়) এবং এমএম সেইমেজ্জো ৬৫০ স্ক্র্যাম্বলার ৫,২০,০০০ টাকা (১,৯০,০০০ টাকা ছাড়) দামে গারিগুলি সমস্ত মোটো ভল্ট-এর এক্স-শোরুম থেকে কিনতে পারেন। তবে, এই নতুন মূল্যগুলি ২০শে ফেব্রুয়ারী থেকে কার্যকর হয়েছে। সেয়েমেজ্জো ৬৫০ মডেলটি উপভোগ করতে ভিজিট করতে পারেন এক্স-শোরুমগুলিতে। এই আপডেটেড রেটগুলি সমস্ত উপলব্ধ রঙের বিকল্পের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, ফলে গ্রাহকরা কম খরচেই একই মানের অভিজ্ঞতা পেতে পারবেন। ঘোষণার সময়, এএআরআই-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক বিকাশ ঝাবাখ বলেন, "আমরা ভারতীয় রাইডারদের জন্য মটো মোরিনির অসাধারণ মোটরসাইকেলের অ্যাক্সেস আরও কমাতে পেরে ভীষণ আনন্দিত। মূল্যের এই পরিবর্তনটি সেরা পণ্য সরবরাহের জন্য আমাদের প্রতিশ্রুতির সাথে সম্পূর্ণভাবে খাপ খায়।"

জুপির লুডোফেস্ট ২০২৫-এ দশ হাজার অংশগ্রহণকারী কলকাতায়

কলকাতা: ভারতের অন্যতম স্কিল বেসড গেমিং প্ল্যাটফর্ম জুপি, দেশের বৃহত্তম গেমিং কমিউনিটি স্ট্যান-এর সঙ্গে অংশীদারিত্ব করে নিয়ে এল এক লুডো অ্যান্ড ক্রিয়েটর ফেস্ট। ২২শে ফেব্রুয়ারি, শনিবার কলকাতার লেকসাইড ভেন্যুতে লুডোফেস্ট ২০২৫ আয়োজন করা হয়। এই ইভেন্টে ১০,০০০ এরও বেশি অংশগ্রহণকারী, গেমিং এন্থুসিয়াস্ট, ১০০-১৫০ জন ক্রিয়েটর এবং ই-স্পোর্টস প্রফেশনাল উপস্থিত ছিলেন। এই ইভেন্টের প্রধান আকর্ষণ ছিল ৫০০-খেলোয়াড়ের লুডো টুর্নামেন্ট, যা স্কিল-বেসড গেমিংয়ের বিবর্তনে একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত হিসেবে চিহ্নিত করা হবে। এই ইভেন্টে ক্রিয়েটরদের সঙ্গে দেখা করার এবং শুভেচ্ছা জানানোর সুযোগ ছিল যা আগে কখনও দেখা যায়নি। অংশগ্রহণকারীরা লক্ষ লক্ষ টাকার পুরস্কারের জন্য প্রতিযোগিতা করেছিলেন। ইভেন্টটিতে একাধিক গেমিং বুথ এবং ইন্টারেক্টিভ এক্সপেরিয়েন্স বুথ ছিল, যা অংশগ্রহণকারীদের অত্যাধুনিক গেম খেলার সুযোগ দিয়েছে। দর্শক বাড়ানোর জন্য ইভেন্টটিতে গেমিং ইনফ্লুয়েন্সার, কসপ্লেয়ার প্রমুখের সঙ্গে ইন্টারেক্টিভ সেশনের আয়োজন করা হয়। এছাড়াও, অংশগ্রহণকারীরা এলভিশ যাদব, বিখ্যাত সেলিব্রিটি জিশু সেনগুপ্ত এবং ১০০ জনের বেশি রিজিওনাল ইনফ্লুয়েন্সার, কন্টেন্ট ক্রিয়েটরদের সঙ্গে দেখা করার সুযোগ পেয়েছেন। এই ইভেন্টে মোট ১০,০০,০০০ টাকার পুরস্কার এবং উপহার দেওয়া হয়। অংশগ্রহণকারীদের বিভিন্ন ধরণের আকর্ষণীয় গিফ্ট এবং নগদ পুরস্কার দেওয়া হয়। গেমিং-এর ভবিষ্যত যথেষ্ট আশানুরূপ বলে জানিয়েছেন স্ট্যান-এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা এবং সিওও মি. নওমান মুল্লা।

জঙ্গল ল্যান্ড আর ফ্রুটি স্যালাড থিমে নতুন আকৃতির জেলি লঞ্চ আলপেনলিবে'র

কলকাতা: পারফেটি ভ্যান মেলে ইন্ডিয়া কোম্পানির আলপেনলিবে জাস্ট জেলি নিয়ে এল নতুন আকৃতির জেলি। নতুন দুটি ফ্লেভার জঙ্গল ল্যান্ড এবং ফ্রুটি স্যালাডে থাকছে বানর, কলা এবং ফলের মতো বিভিন্ন আকারের জেলি। যা শিশু এবং প্রাপ্তবয়স্ক উভয়ের কাছেই হয়ে উঠবে আকর্ষণের।

১০ টাকা দামের প্রতিটি ব্যাগে এই জেলিগুলি এখন ভারত জুড়ে পাওয়া যাচ্ছে। অনন্য আকার এবং স্বাদে ভরপুর এই জেলিগুলি বাচ্চাদের কল্পনাশক্তি জাগিয়ে তুলতে ডিজাইন করা হয়েছে। এই জেলিগুলি খেলার সময়কে আরও উপভোগ্য করে তুলবে।

পারফেটি ভ্যান মেলে ইন্ডিয়ার মার্কেটিং ডিরেক্টর গুঞ্জন খেতান বলেন, "আমরা এই উদ্ভাবনী আকারের জেলি চালু করতে পেরে আনন্দিত যা মজার সাথে স্বাদের মিশ্রণ ঘটায়। আলপেনলিবে জাস্ট জেলি ক্রমশ উদ্ভাবন করে চলেছে এবং আমরা আত্মবিশ্বাসী যে জঙ্গল ল্যান্ড এবং ফ্রুটি স্যালাড ভারত জুড়ে সব বয়সী গ্রাহকদের আনন্দ দেবে।"

এই নতুন আকারগুলি চালু করে আলপেনলিবে জাস্ট জেলি গুণমান, উদ্ভাবন এবং গ্রাহকদের আনন্দ দেওয়ার প্রতি তার প্রতিশ্রুতিকে আরও দৃঢ় করে তুলেছে। জেলি ক্যাটেগরিতে আলপেনলিবে জাস্ট জেলি ভারতে একদম প্রথম সারিতে রয়েছে।

হিন্ডওয়্যারের ইমেল্ডা বিএলডিসি চিমনি দিয়ে রান্না করুন, ধোঁয়া-মুক্ত রান্নাঘর পান

কলকাতা: হিন্ডওয়্যার ইমেল্ডা বিএলডিসি চিমনি পরিষ্কার এবং আরামদায়ক রান্নাঘরের পরিবেশ তৈরি করে আপনার রান্নার অভিজ্ঞতাকে পাল্টে দেবে। শক্তি-সাশ্রয়ী বিএলডিসি প্রযুক্তি দ্বারা চালিত এই চিমনির রয়েছে ২০০০ মি³/ঘন্টার সাকশন পাওয়ার। কার্যকরভাবে এটি খুব দ্রুত ধোঁয়া, গন্ধ এবং রান্নার ভাপ দূর করে, একটি মনোরম রান্নার পরিবেশ নিশ্চিত করে। ৮+১ স্পিড সেটিংস এবং একটি টার্বো বুস্ট ফাংশন দিয়ে সাজানো, এই চিমনি সহজেই আপনার রান্নার চাহিদা মেটাতে সাকশন পাওয়ার বাড়াতে পারে, বিভিন্ন রান্নার জন্য সর্বোত্তম বায়ুচলাচল নিশ্চিত করে। অটো-ক্লিন প্রযুক্তি রক্ষণাবেক্ষণকে সহজ করে তোলে, অটো মোশন সেন্সর নিয়ন্ত্রণ সুবিধা যোগ করে, আপনার রান্নার কার্যকলাপের উপর ভিত্তি করে অটোমেটিক সাকশন পাওয়ার অ্যাডজাস্ট করে।

একটি অত্যাধুনিক ধূসর ম্যাট ফিনিশ সহ এর মসৃণ (স্মুদ) এবং নমিনাল ডিজাইন, যেকোনও আধুনিক রান্নাঘরের জন্য আদর্শ। এর কম্প্যাক্ট ফুটপ্রিন্ট শক্তিশালী কর্মক্ষমতা বজায় রেখে আপনার রান্নাঘরে নিখুঁত ফিট নিশ্চিত করে।

৩ বছরের ওয়ারেন্টি এবং বিএলডিসি মোটরের উপর ১২ বছরের ওয়ারেন্টি সহ, হিন্দওয়্যার ইমেল্ডা মানসিক প্রশান্তি এবং ব্যতিক্রমী ভ্যালু দিয়ে থাকে। রান্নাঘরের বিভিন্ন আকারের কথা মাথায় রেখে মানানসই তিনটি আকারে (৬০ সেমি, ৭৫ সেমি এবং ৯০ সেমি) এই চিমনি পাওয়া যাবে। দাম যথাক্রমে ৪৮,৯৯০, ৫১,৯৯০ এবং ৫৪,৯৯০ টাকা।

লঞ্চ হল টিকেএমের নতুন ম্যানুয়াল ট্রান্সমিশন (MT) গ্রেডে লেজেন্ডার 4X4

কলকাতা: ভারতের অন্যতম স্কিল বেসড গেমিং প্ল্যাটফর্ম জুপি, দেশের বৃহত্তম গেমিং কমিউনিটি স্ট্যান-এর সঙ্গে অংশীদারিত্ব করে নিয়ে এল এক লুডো অ্যান্ড ক্রিয়েটর ফেস্ট। ২২শে ফেব্রুয়ারি, শনিবার কলকাতার লেকসাইড ভেন্যুতে লুডোফেস্ট ২০২৫ আয়োজন করা হয়। এই ইভেন্টে ১০,০০০ এরও বেশি অংশগ্রহণকারী, গেমিং এন্থুসিয়াস্ট, ১০০-১৫০ জন ক্রিয়েটর এবং ই-স্পোর্টস প্রফেশনাল উপস্থিত ছিলেন। এই ইভেন্টের প্রধান আকর্ষণ ছিল ৫০০-খেলোয়াড়ের লুডো টুর্নামেন্ট, যা স্কিল-বেসড গেমিংয়ের বিবর্তনে একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত হিসেবে চিহ্নিত করা হবে। এই ইভেন্টে ক্রিয়েটরদের সঙ্গে দেখা করার এবং শুভেচ্ছা জানানোর সুযোগ ছিল যা আগে কখনও দেখা যায়নি। অংশগ্রহণকারীরা লক্ষ লক্ষ টাকার পুরস্কারের জন্য প্রতিযোগিতা করেছিলেন। ইভেন্টটিতে একাধিক গেমিং বুথ এবং ইন্টারেক্টিভ এক্সপেরিয়েন্স বুথ ছিল, যা অংশগ্রহণকারীদের অত্যাধুনিক গেম খেলার সুযোগ দিয়েছে। দর্শক বাড়ানোর জন্য ইভেন্টটিতে গেমিং ইনফ্লুয়েন্সার, কসপ্লেয়ার প্রমুখের সঙ্গে ইন্টারেক্টিভ সেশনের আয়োজন করা হয়। এছাড়াও, অংশগ্রহণকারীরা এলভিশ যাদব, বিখ্যাত সেলিব্রিটি জিশু সেনগুপ্ত এবং ১০০ জনের বেশি রিজিওনাল ইনফ্লুয়েন্সার, কন্টেন্ট ক্রিয়েটরদের সঙ্গে দেখা করার সুযোগ পেয়েছেন। এই ইভেন্টে মোট ১০,০০,০০০ টাকার পুরস্কার এবং উপহার দেওয়া হয়। অংশগ্রহণকারীদের বিভিন্ন ধরণের আকর্ষণীয় গিফ্ট এবং নগদ পুরস্কার দেওয়া হয়। গেমিং-এর ভবিষ্যত যথেষ্ট আশানুরূপ বলে জানিয়েছেন

স্ট্যান-এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা এবং সিওও মি. নওমান মুল্লা।

গুয়াহাটিতে সারু সাজাই স্টেডিয়ামে রয়্যাল স্ট্যাগ বুমবক্স

কলকাতা/শিলিগুড়ি: রয়্যাল স্ট্যাগ বুমবক্স-এর তৃতীয় সংস্করণ শুরু হয়েছে সারু সাজাই স্টেডিয়াম কমপ্লেক্সে। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আরমান মালিক, নিখিতা গান্ধী, ইক্কা এবং ডিজে যোগী, যারা বলিউডের সুর ও হিপ-হপের বিটের সমন্বয় ঘটিয়েছেন। এই উপলক্ষে হাজার হাজার সঙ্গীতপ্রেমী শিল্প, সংস্কৃতি ও গেমিংয়ের এক প্রাণবন্ত উদযাপনে অংশগ্রহণ করেছেন। সঙ্গীতময় রাতের শুরু হয় ডিজে যোগীর হাই-এনার্জি সেট দিয়ে। তারপর ছিল ইক্কার গতিশীল র্যা প, নিখিতা গান্ধীর মন্ত্রমুগ্ধ করা গায়কি এবং আরমান মালিকের মহাকাব্যিক সমাপ্তি পরিবেশনা। এই উৎসবে ভিজ্যুয়াল শিল্পের ইনস্টলেশন এবং ইন্টারঅ্যাকটিভ জোনের প্রদর্শন ছিল। আজকের যুব সম্প্রদায়ের জন্য সঙ্গীত উদযাপনের গুরুত্ব তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন পার্নড রিকার্ড ইন্ডিয়ার সিএমও কার্তিক মোহিন্দ্রা। ইএনআইএল-এর সিইও যতিশ মেহরিশি সংস্কৃতি ও আধুনিকতার উদ্ভাবনী মিশ্রণের প্রশংসা করেছেন। যুব সম্প্রদায়ের সঙ্গে যাতে স্বতন্ত্র সাউন্ডের মাধ্যমে আরও সংযোগ স্থাপন সম্ভব হয়, সেজন্য রয়্যাল স্ট্যাগ বুমবক্স শীঘ্রই অরিজিনাল সাউন্ডট্র্যাক প্রকাশ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

ব্রাজিল লিজেন্ডস বনাম ভারত অল-স্টারস ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে ৩০ মার্চ

কলকাতা: ফুটবল প্লাস একাডেমি ঘোষণা করেছে ব্রাজিল লিজেন্ডস বনাম ইন্ডিয়া অল-স্টারস ম্যাচের কথা, যেখানে ২০০২ সালের ফিফা বিশ্বকাপ বিজয়ী দলের আইকনরা অংশ নেবেন। এই ম্যাচটি ৩০ মার্চ সন্ধ্যা ৭ টায় চেন্নাইয়ের জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে। টিকিট বিক্রি হবে ২ মার্চ বিকেল ৪ টায় বুকমাইশো-এ (BookMy-Show)। ক্রীড়াপ্রেমীরা রোনাল্ডিনহো, কাফু এবং রিভালদোর মতো ব্রাজিলিয়ান লিজেন্ডদের দেখতে পাবেন, যাঁরা প্রশান্ত ব্যানার্জির নেতৃত্বে অল-স্টারস দলের বিরুদ্ধে খেলবেন। ফুটবল প্লাস একাডেমির প্রতিষ্ঠাতা ডেভিড আনন্দ এই ইভেন্টটিকে “ভারতীয় ফুটবলের জন্য একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত” হিসেবে বর্ণনা করেছেন। রিভালদোও উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে ক্রীড়াপ্রেমীদের জন্য একটি অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

উন্নত প্রযুক্তির তিন নতুন সিরিজের এসি নিয়ে ভারতীয় বাজারে শার্প

কলকাতা: শার্প বিজনেস সিস্টেম (ইন্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড ভারতীয় বাজারে নিয়ে এল রেরয়ো, সেয়ারিও এবং প্লাজমা চিল সিরিজের উদ্ভাবনী প্রযুক্তির এয়ার কন্ডিশনার। এই উন্নত এয়ার কন্ডিশনারগুলি দেবে যেকোনও আবহাওয়ায় উপযুক্ত শীতলতা, পাওয়ার এফিসিয়েন্সি এবং উন্নত বায়ু পরিশোধনের প্রতিশ্রুতি। নতুন এয়ার কন্ডিশনারগুলিতে থাকছে সেভেন-স্টেজ ফিলট্রেশন, সেভেন-ইন-ওয়ান কনভার্টিবল ফাংশনালিটি, আই-ফিল, সেল্ফ ডায়াগনসিস, এবং সেল্ফ-ক্লিনিং প্রযুক্তি। একাধিক ক্যাপাসিটির সঙ্গে, এই পণ্যগুলি প্রতিটি বাড়ি এবং অফিসের জন্য একটি শীতল এবং পরিচ্ছন্ন পরিবেশ নিশ্চিত করবে। “আমরা ভারতে আমাদের উপস্থিতি বৃদ্ধি করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি একটি বিশ্বস্ত ব্র্যান্ড হয়ে ওঠা।” একথা বলেছেন শার্প বিজনেস সিস্টেমের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মি ওসামু নারিটা। রেরয়ো, সেয়ারিও, এবং প্লাজমা চিল সিরিজটি ভারতের যেকোনও চরম আবহাওয়া হ্যান্ডেল করতে প্রস্তুত। এই এসিগুলিতে থাকছে তাৎক্ষণিক কুলিংয়ের জন্য টার্বো মোড, উন্নত স্থায়িত্ব এবং জারা প্রতিরোধের জন্য গোল্ড ফিন আবরণ। রেরয়ো সিরিজের দাম শুরু হচ্ছে ৩৯৯৯৯ টাকা থেকে। সেয়ারিওর দাম ৩২৪৯৯ এবং প্লাজমা চিল সিরিজের দাম শুরু হচ্ছে ৩২৯৯৯ টাকা থেকে। এই মডেলগুলি ভারত জুড়ে নেতৃস্থানীয় রিটেইল আউটলেট এবং অনলাইন প্ল্যাটফর্মগুলিতে পাওয়া যাবে।

ভারতে লঞ্চ হল নাথিং -এর ফোন (3a) এবং ফোন (3a) প্রো

কলকাতা/শিলিগুড়ি: নাথিং, ভারতে নিয়ে এলো তার ফোন (3a) সিরিজ, যা অ্যাডভান্সড বৈশিষ্ট্যের সাথে তার মিড-রেঞ্জ লাইনআপকে আরও উন্নত করে তুলেছে। ফোন (2a)-এর ওপর ভিত্তি করে, এতে অপটিক্যাল জুম সহ একটি অ্যাডভান্সড ট্রিপল-ক্যামেরা সিস্টেম, শক্তিশালী স্ন্যাপড্রাগন® প্রসেসর, অসাধারণ ডিসপ্লে এবং এসেনশিয়াল স্পেস যোগ করা হয়েছে। এমনকি, ফোন (3a)-তে স্যামসাং-এর সাথে যৌথভাবে তৈরি একটি 50MP প্রধান সেন্সর রয়েছে। ফোন (3a)- এর সবটাই দুটি পরিমার্জিত ডিজাইনে মোড়ানো। ফোন (3a) এবং ফোন (3a) প্রো উভয়রই লুক অসামান্য। এছাড়াও, ফোন (3a) সিরিজটি তার স্থায়িত্বকে একটি IP64 রেটিংয়ে আপগ্রেড করেছে। ক্যামেরার কথা বলতে গেলে, নাথিং এখন পর্যন্ত ফোন (3a) সিরিজের সবচেয়ে উন্নত ক্যামেরা সিস্টেমটি ইনস্টল করেছে, যেখানে আছে 50MP মেন সেন্সর এবং Sony আল্ট্রা-ওয়াইড সেন্সর। অন্যদিকে, ফোন (3a) প্রো ফ্ল্যাগশিপ টেলিফোটো জুম ফোন (3a) প্রো-এর শক্তিশালী পেরিস্কোপ জুমের চূড়ান্ত বহুমুখিতা পূরণ করবে। এতে আছে একটি বৃহৎ 1/1.95-ইঞ্চি Sony LYTIA 600 সেন্সরের সাথে 70 মিমি সমতুল্য ফোকাল লেন্স এবং দ্রুত f/2.55 অ্যাপারচার। ফোনগুলি RAM বুস্টার ফিজিক্যাল এবং ভার্চুয়াল RAM-এর সংমিশ্রণ ব্যবহার করে ব্যবহারকারীদের 20GB পর্যন্ত অ্যাক্সেস করার অনুমতি দেয় এবং এদের বিশাল 4,500 mm^2 ফোন (2a)-এর তুলনায় ২৩% তাপমাত্রা কমিয়ে দেয়। এই ফোন (3a) কালো, সাদা এবং নীল রঙে পাওয়া যাবে। এর ৮+১২৮ জিবি ফোনটি ₹২২,৯৯৯ এবং ০ ৮+২৫৬ জিবি ফোনটি ₹২৪,৯৯৯ টাকায় পাওয়া যাবে। অন্যদিকে, ফোন (3a) প্রো ধূসর এবং কালো রঙে পাওয়া যাবে। যা ৮+১২৮ জিবি, ৮+২৫৬ জিবি এবং ১২+২৫৬ জিবি এর বিকল্পে ₹২৭,৯৯৯, ₹২৯,৯৯৯ এবং ₹৩১,৯৯৯ টাকা দামে পাওয়া যাচ্ছে। এগুলিতে এইচডিএফসি ব্যাংক, আইডিএফসি ব্যাংক, ওয়ানকার্ড -এর অফারও রয়েছে। এমনকি, ফ্লিপকার্ট, ক্রোমা, বিজয় সেলস এবং শীর্ষস্থানীয় খুচরা দোকান থেকে প্রথম দিনেই ফোন (3a) সিরিজগুলি কেনাকাটা করলে উভয় ভেরিয়েন্টেই ₹৩০০০ অতিরিক্ত এক্সচেঞ্জ অফার প্রযোজ্য হবে।

আয়োডিনযুক্ত সেরা লবণ টাটা সল্ট

মুম্বাই: টাটা লবণ আবার হয়ে উঠল দেশের লবণ। সম্প্রতি ল্যাব টেস্টে প্রমাণিত যে দেশের বাছাই করা একশোটি লবণের মধ্যে অন্যতম সেরা এবং বিশুদ্ধ হল টাটা লবণ। ১৯৮৩ সাল থেকে টাটা সল্ট তার পণ্যের গুণমান বজায় রেখেছে। দীর্ঘ দশক ধরেই ভারতের আয়োডিনযুক্ত লবণের সেগমেন্টে তারাই সেরা। টাটা সল্ট তাদের লবণের অতুলনীয় বিশুদ্ধতা ধরে রাখতে বদ্ধ পরিকর। টাটা সল্ট হয়ে উঠেছে গ্রাহকদের কাছেও অন্যতম পছন্দের। কারণ, টাটা সল্ট তাদের পণ্যের উৎকর্ষতা রক্ষার প্রতি অবিচল থেকেছে। এই উদ্যোগের মাধ্যমে, দেশজুড়ে বিভিন্ন লবণের সঙ্গে কঠোর তুলনামূলক বিশ্লেষণের পর, টাটা সল্ট তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছে। টাটা কনজিউমার প্রোডাক্টসের প্যাকেজড ফুডস-ইন্ডিয়ার প্রেসিডেন্ট দীপিকা ভান বলেছেন, “টাটা সল্টের বিশুদ্ধতা এবং বিশ্বাসযোগ্যতার প্রতি অবিচল প্রতিশ্রুতি পশ্চিমবঙ্গের মানুষের কল্যাণে আমাদের দৃঢ় অঙ্গীকারকে প্রতিফলিত করে। এই লবণ এখন ‘নারাঙ্গি প্যাক’-এ, পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি ঘরে পৌঁছেছে।” বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার ফল প্রচার এবং বিশ্বাসযোগ্যতাকে সবার আগে রাখার যে প্রতিশ্রুতি টাটা সল্ট দেয় তা গ্রাহকদের যথেষ্ট আত্মবিশ্বাস ও ভরসা দিয়েছে, টাটা সল্টকে করে তুলেছে বিশুদ্ধতার প্রতীক। ল্যাব টেস্টের রিপোর্টের লিংক: https://www.tataconsumer.com/saltstested

নতুন ক্লিক ২ অ্যাচিভ পার অ্যাডভান্টেজ প্রোগ্রাম চালু করেছে এইচডিএফসি লাইফ

শিলিগুড়ি: এইচডিএফসি লাইফ, ভারতের অন্যতম জীবন বীমা কোম্পানি, তাদের নতুন এইচডিএফসি লাইফ ক্লিক ২ অ্যাচিভ পার অ্যাডভান্টেজ পণ্য চালু করেছে, যা ব্যক্তিদের স্বপ্ন এবং লক্ষ্যগুলিকে বাস্তবে সত্যি করতে সাহায্য করবে। এটি প্রাথমিক লিকুইডিটি, নমনীয়তা এবং আর্থিক সুরক্ষার পছন্দগুলি পূরণ করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। কারণ, প্রতিটি ব্যক্তিই কখনও না কখনও তাদের কোনো স্বপ্ন পূরণের জন্য সঞ্চয় করে, যা বাস্তবে পরিণত করতে সাহায্য করবে এইচডিএফসি লাইফ -এর এই অ্যাডভান্টেজ পণ্যটি। এইচডিএফসি লাইফ ক্লিক ২ অ্যাচিভ পার অ্যাডভান্টেজ বেশ কয়েকটি মূল বৈশিষ্ট্য অফার করে, যার মধ্যে রয়েছে পলিসি কন্টিনিউয়েন্স বেনিফিট (পিসিবি), একটি কাস্টমাইজেবল ডেথ বেনিফিট মাল্টিপল (যেমন, ৫x, ৭x, ১১x), এবং আংশিক বা সম্পূর্ণ নগদ বোনাসকে পেইড-আপ অ্যাডিশনে রূপান্তর করার বিকল্প, যা পলিসির মেয়াদের যেকোনো সময় নগদ করা যেতে পারে। এটি জীবন বীমাকৃত ব্যক্তির মৃত্যুর ক্ষেত্রে ভবিষ্যতের প্রিমিয়ামগুলি মাফ করার সুযোগ দেয় এবং মনোনীত বা জীবিত ব্যক্তির জন্য ভবিষ্যতের সুবিধা অব্যাহত থাকে। গ্রাহকরা জীবন বীমার জন্য বিভিন্ন বিকল্প থেকে বেছে নিতে পারেন, যার মধ্যে রয়েছে স্বামী/স্ত্রীর জন্য অতিরিক্ত জীবন কভারেজ এবং ব্যক্তিগত কর আইনের কর সুবিধা, যা পরিবারের জন্য আর্থিক নিরাপত্তা প্রদান করবে। লঞ্চের সময়, এইচডিএফসি লাইফের পণ্য ও বিভাগ

প্রধান অনিশ খান্না বলেন, “আমরা বিশ্বাস করি যে বয়স নির্বিশেষে প্রতিটি ব্যক্তিরই জীবন বীমা থাকা প্রয়োজন, কারণ জীবনের প্রতিটি পর্যায়ই বর্তমান আয় এবং ভবিষ্যত পরিকল্পনার উপর নির্ভর করে। সবারই তাদের প্রিয়জনদের ভবিষ্যৎ আর্থিকভাবে সুরক্ষিত রাখার পরিকল্পনা থাকে, তবে বিভিন্ন অনিশ্চয়তার কারণে অনেক কিছুই অপূর্ণ থেকে যায়। তাই, আমাদের এই এইচডিএফসি লাইফ ক্লিক ২ অ্যাচিভ পার অ্যাডভান্টেজ তাদের স্বপ্নগুলো পূরণ করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, যা তাদের সব সমস্যার সমাধানের সাথে আর্থিক নিরাপত্তা প্রদান করবে।”

ম্যাকডোনাল্ডস লঞ্চ করল শিলিগুড়িতে নতুন রেস্তোরাঁ

শিলিগুড়ি: ভারতের অন্যতম প্রিয় খাবারের ব্র্যান্ড ম্যাকডোনাল্ডস পশ্চিমবঙ্গের শিলিগুড়ির ভেগা সার্কেল মলে তার নতুন রেস্তোরাঁ লঞ্চ করেছে। এই নতুন আউটলেটটি পূর্ব ভারতে ম্যাকডোনাল্ডসের উপস্থিতির বাড়ানোর জন্য এক অনন্য পদক্ষেপ বলে মনে করা হচ্ছে। নতুন চালু হওয়া রেস্তোরাঁয় থাকছে কনটেম্পোরারি ডিজাইন ও নতুন আসবাবপত্র। থাকছে ১৩৬ জনের বসার আসন। রেস্তোরাঁটি ১৮১৫ বর্গফুট এলাকা জুড়ে বিস্তৃত। এই রেস্তোরাঁটি গ্রাহকদের উষ্ণ এবং স্বাগতপূর্ণ পরিবেশ দেবে।

ম্যাকডোনাল্ডস ইন্ডিয়ার উত্তর ও পূর্বের ব্যবস্থাপনা পরিচালক রাজীব রঞ্জন বলেন, “শিলিগুড়িতে আমাদের নতুন স্টোরের সুস্বাদু মেনু, ব্যতিক্রমী পরিষেবা সকলকে স্বাগত জানায়। এই স্টোর আমাদের গ্রাহকদের সাশ্রয়ী মূল্যে হাই কোয়ালিটির খাবারের পাশাপাশি উন্নত পরিষেবা এবং আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা দেবে।” এই স্টোরে থাকছে আধুনিক সব সুবিধা যেমন সেলফ-অর্ডারিং ডিজিটাল কিয়স্ক, টেবিল সার্ভিস ইত্যাদি। মেনুতে মহারাজা ম্যাক, ম্যাকভেগি এবং ম্যাকক্রিস্পি চিকেন সহ বিভিন্ন ধরণের সিগনেচার খাবারের অফার থাকছে।

ম্যাকডোনাল্ডস ইন্ডিয়া - নর্থ অ্যান্ড ইস্ট প্রায় ২৪৫টি রেস্তোরাঁ পরিচালনা করে এবং ৬,০০০ এরও বেশি লোক সেখানে কর্মরত। কোম্পানিটি তার ম্যাকডোনাল্ডস ফর ইয়ুথ প্রোগ্রামের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত ব্যক্তিদের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করবে।

শিল্পদ্যোগীদের নিয়ে সভা কোচবিহারে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: শিল্পের ক্ষেত্রে কি কি সরকারি সুযোগ সুবিধে রয়েছে তা জানাতে শিল্পদ্যোগীদের নিয়ে ওয়ার্কশপ করল কোচবিহার জেলা প্রশাসন। ৩ মার্চ, শনিবার কোচবিহার ল্যান্সডাউন হলে ওই বৈঠক হয়। যেখানে উপস্থিত ছিলেন কোচবিহারের জেলাশাসক অরবিন্দ কুমার মিনা। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, কোচবিহারে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প গড়তে উদ্যোগী হয়েছে সরকার। সে জন্যে মেখলিগঞ্জে চারশো একর জমিতে 'ইন্ডাস্ট্রিয়াল হাব তৈরির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সে সব ক্ষেত্রে উদ্যোগীদের জন্য সরকারি কি কি সুযোগ-সুবিধে রয়েছে তা সেখানে তুলে ধরা হয়। ওই ওয়ার্কশপে কোচবিহার জেলা প্রশাসনের আধিকারিকরা ছাড়াও, জেলা পরিষদের সভাধিপতি সুমিতা বর্মণ, কোচবিহার জেলা ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক সূরজ ঘোষ উপস্থিত ছিলেন।

বিবাদের পর রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ স্ত্রী

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: হঠাৎ রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ স্ত্রী। গতকাল রাত থেকে খুঁজে চলেছেন স্বামী। ঘটনাটি শীতলকুচির গোলেনাওহাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ঠাকুরপাড়া এলাকার। জানা গেছে, গতকাল সকালবেলা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বচসা হয়। তারপর রাত্রিবেলা শৌচকর্মের কথা বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান গৃহবধূ এবং এরপর রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়ে যান। এরপর গতকাল রাত থেকেই স্ত্রীর খোঁজে বেরিয়ে পড়েন স্বামী। ঘটনাটি ২৪ ঘন্টা পেরিয়ে গেলেও কোনো সন্ধান না পেয়ে অবশেষে শীতলকুচি থানায় হাজির হন নিখোঁজ গৃহবধূর স্বামী শহিদুল মিয়াঁ। শহিদুল মিয়াঁ জানান, গতকাল তাদের মধ্যে কিছু কথা কাটাকাটি হয়েছিল, এরপর রাত ৮টার দিকে গৃহবধূ শৌচকর্ম করতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান। দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেলেও তিনি বাড়িতে না ফেরায় শৌচালয়ে গিয়ে দেখা যায় তিনি সেখানে নেই। এরপর বিভিন্ন জায়গায় খোঁজাখুঁজি করেও কোনো সন্ধান মেলেনি। এই ঘটনায় শীতলকুচি থানায় নিখোঁজের অভিযোগ দায়ের করেছেন গৃহবধূর স্বামী।

ভুয়ো ভোটার নিয়ে বিজেপিকে তোপ উদয়নের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: ভুতুড়ে ভোটার নিয়ে কোচবিহারে টানা অভিযান শুরু করেছে তৃণমূল। ইতিমধ্যেই উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ, সাংসদ জগদীশ চন্দ্র বর্মা বসুনিয়া থেকে তৃণমূলের কোচবিহার জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক নিজেরাই বাড়ি বাড়ি ঘুরছেন। এর মধ্যে ৩ মার্চ, সোমবার কোচবিহার রবীন্দ্রভবনে ভুতুড়ে ভোট নিয়েই কর্মীসভা করল রাজ্যের শাসক দল। সেই সভা থেকে বিজেপিকে চরম হুঁশিয়ারি দিলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ। শুধু তাই নয়, বিজেপিকে রোধ করতে যেখানে যে অস্ত্র প্রয়োজন সেখানে তা প্রয়োগ করতে হবে বলেও উদয়ন জানান। উদয়ন বৈঠকে বিজেপির বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছেন। তিনি বলেন, "বিজেপিকে কোনও জায়গা ছাড়া যাবে না। বিজেপি ষড়যন্ত্র শুরু করেছে। প্রথমে ভোটার তালিকায় ভুতুড়ে ভোটার ঢুকিয়ে দিয়েছে। তা আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ধরে ফেলেছেন। এরপরে কর্মীদের নানাভাবে হেনস্থা বা হামলা করতে পারে। সেদিকে সতর্ক থাকতে হবে। প্রয়োজন মতো যেখানে ক্যাপসুলের প্রয়োজন ক্যাপসুল হোমিওপ্যাথির প্রয়োজন হলে হোমিওপ্যাথি বা যেখানে অপারেশনের প্রয়োজন হবে তাই করতে হবে।"

কোচবিহারে ভুতুড়ে ভোটারের সংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। ভুতুড়ে ভোটার তিন শতাধিক পার হয়ে গিয়েছে। তার বেশিরভাগ উত্তরপ্রদেশ ও রাজস্থানের। তৃণমূলের তথ্য অনুযায়ী, কোচবিহার জেলার মাথাভাঙ্গায় ২৫০ জন, কোচবিহার উত্তরে ১০ জন এবং সিতাইয়ে ৩ জন এমন ভোটারের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে যাদের এপিক নম্বরে উত্তরপ্রদেশের একজন করে ভোটার রয়েছে। দলীয় কর্মীদের আগামী ছয়দিনের মধ্যে জেলার প্রত্যেকটি বাড়ি ঘুরে বাসিন্দাদের এপিক নম্বর খতিয়ে দেখার নির্দেশ দিয়েছেন তৃণমূল নেতৃত্ব। বাড়ি বাড়ি ঘুরে কিভাবে বাসিন্দাদের এপিক কার্ড যাচাই করতে হবে সেই পদ্ধতিও জানিয়ে দেওয়া হয় বৈঠকে। একটি ছোট ভিডিওয়ের মাধ্যমে দেখিয়ে দেওয়া হয় কিভাবে নির্বাচন কমিশনের অ্যাপস ডাউনলোড করতে হবে। সেখান থেকে কিভাবে এপিক কার্ডের নথি বের করতে হবে। এদিনের বৈঠকেও অবশ্য জেলার প্রাক্তন তিন সভাপতি রবীন্দ্রনাথ ঘোষ ও পার্থপ্রতিম রায়, বিনয়কৃষ্ণ বর্মণকে দেখা যায়নি। দেখা যায়নি রবীন্দ্রনাথ ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত দলের শ্রমিক সংগঠনের জেলা সভাপতি পরিমল বর্মণ ও কৃষক সংগঠনের জেলা সভাপতি খোকন মিয়াঁকেও। বৈঠকে উপস্থিত দলের সাংসদ জগদীশ চন্দ্র বর্মা বসুনিয়া বলেন, "পদে থাকলে কাজ করতে হবে। আপনি আগামী দিনে পদে থাকবেন কি থাকবেন না তা নির্ভর করবে আপনার কাজের উপরে। দলনেত্রী তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন।" উদয়ন বলেন, "পদ নিয়ে বসে থাকবেন কাজ করবেন না এটা হবে না। অনেকে মিটিংয়ে আসেননি। আমার বিধানসভা থেকেও আসেননি। এই বিষয়ে জেলা সভাপতিকে বলব আরও কড়া হতে। যারা আসেননি তাঁদের জবাবদিহি করতে হবে।" অভিজিৎ তথ্য তুলে ধরে জানান, এদিন পাঁচজন অঞ্চল সভাপতি অনুপস্থিত ছিলেন। একজন ব্লক সভাপতি ও পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতিও অনুপস্থিত ছিলেন। তিনি বহু জায়গায় সংগঠনের নেতৃত্ব বদল করা হবে বলেও জানান।

ইয়ুথ পার্লামেন্ট প্রতিযোগিতা বিশ্ববিদ্যালয়ে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: ভারত সরকার যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে বিকশিত ভারত ইয়ুথ পার্লামেন্ট প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। বৃহস্পতিবার কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার আব্দুল কাদের সাফেলি সাংবাদিক বৈঠক করে জানান, আগামী ১৮ই এবং ১৯শে মার্চ কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হবে প্রতিযোগিতাটি। কোচবিহার এবং আলিপুরদুয়ার জেলার কলেজগুলির ছাত্র-ছাত্রীরা এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন। রেজিস্ট্রার বলেন, "আগামী ১৮ এবং ১৯ মার্চ বিকশিত ভারত নামক প্রতিযোগিতা হবে। যেখানে ছাত্র-ছাত্রীরা বিকশিত ভারত 'প্রসঙ্গে নিজেদের মতামত ব্যক্ত করতে পারবে। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। সেখানে একটি ভিডিও তাদের নিজেদের ভিডিও আপলোড করতে হবে। তারপর সেখান থেকে যাদের বক্তব্য ভালো হবে এরকম দেড়শো জনকে বাছাই করে নেওয়া হবে মূল পর্বের জন্য। যেটি অনুষ্ঠিত হবে ১৮ এবং ১৯ শে মার্চ।' এক দেশ এক ভোট বিষয়ে বক্তৃতা রাখতে হবে।" আগামী ৯ মার্চ থেকে প্রতিযোগিতার রেজিস্ট্রেশন শুরু হবে।

আইপিএল ট্রফি ঘিরে উন্মাদনায় ভাসল কোচবিহার

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: শুরু হতে চলেছে বছরের অন্যতম ক্রিকেট উৎসব আইপিএল। আর সেই ক্রিকেট উন্মাদনাকে বাড়িয়ে তুলতে ৫ মার্চ বুধবার কোচবিহারে পৌঁছাল আইপিএল ট্রফি। বিকেল তিনটে থেকে কোচবিহার স্টেডিয়ামে ট্রফির প্রদর্শনী শুরু হয়। চলে রাত পর্যন্ত। ইতিমধ্যেই কেকেআর-এর অফিসিয়াল ফেসবুক পেজে ওই ট্রফির কথা আগাম ঘোষণা করা হয়েছে। আর ট্রফি পৌঁছাতেই তা নিয়ে উন্মাদনায় ভেসে ওঠেন কোচবিহারের বাসিন্দারা। কিশোর থেকে তরুণ, তরুণ থেকে প্রৌঢ় মানুষের ভিড়ে স্টেডিয়াম থিকথিক করতে থাকল।

কোচবিহার জেলা ক্রীড়া সংস্থা সূত্রে জানা গিয়েছে, কলকাতা নাইট রাইডার্সের (কেকেআর) তরফে উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন জায়গায় ট্রফিটির প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেই 'ট্রফি' প্রথম আনা হয় কোচবিহারে। এরপরে তা আরও বিভিন্ন জেলায় নিয়ে যাওয়া হবে। লক্ষ্য একটাই, আইপিএল নিয়ে উন্মাদনা তৈরি করা। তবে শুধু সামনে থেকে দেখাই নয়, আইপিএলের ট্রফির সঙ্গে ক্রিকেটপ্রেমীরা ছবিও তুলছে। সমাজমাধ্যমেও সেই ছবি ভরে যায়।

কোচবিহার জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক সুব্রত দত্ত জানান, 'গত বছরে আইপিএল জয় করেছিল কেকেআর। তাই কেকেআর-এর পক্ষ থেকে গোটা রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় এই ট্রফি প্রদর্শন করা হবে। ক্রিকেট প্রেমীদের মধ্যে আইপিএলের উন্মাদনাকে আরও একধাপ এগিয়ে নিয়ে যেতে এই ব্যবস্থা করা হয়েছে। একেবারেই সামনে থেকে এই ট্রফি দেখেছেন মানুষ। ট্রফির সঙ্গে দাঁড়িয়ে ছবিও তুলেছেন। সব নিয়ে এক দারুণ উন্মাদনা। যা আমাদের আনন্দিত করেছে।"

স্টেডিয়ামে গিয়েছিলেন কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। তিনি বলেন, "মানুষ ক্রিকেট খেলার ভক্ত। আইপিএল দেখার জন্য অপেক্ষা করে থাকেন ক্রিকেটপ্রেমীরা। সেই ট্রফি ঘিরে এক বিরাট উন্মাদনা লক্ষ্য করেছি।"এর আগে ২০২৩ সালে কোচবিহার স্টেডিয়ামে আইপিএলের ফ্যান পার্ক তৈরি করা হয়েছিল। আইপিএল ফ্যান পার্কে জায়ান্ট স্ক্রিনে ম্যাচ দেখার ব্যবস্থাও করা হয়েছিল। সেই ফ্যান পার্কে একদিনে প্রায় পঞ্চাশ হাজার মানুষ ম্যাচ দেখেছিলেন। যা অন্য ফ্যান পার্কের তুলনায় অনেক বেশি। ওই ট্রফি মদনমোহন মন্দির ও কোচবিহার রাজবাড়িতেও নিয়ে যাওয়া হয়।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপন পণ্ডিত কর্তৃক ডাউয়াগুড়ি, কলেরপার, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১৫৬ থেকে প্রকাশিত এবং জনবার্তা প্রিন্টিং প্রেস, দক্ষিণ খাগরাবাড়ী, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১০১ থেকে মুদ্রিত। ● সম্পাদকঃ সন্দীপন পণ্ডিত ● Printed, Published and Owned by Sandipan Pandit and Printed at 'Janabarta' Printing Press, Dakshin Khagarbari, District: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code: 736101 and Published at Dawaguri, Kolerpar, Dist.: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code – 736156 Editor : Sandipan Pandit, Tele-Fax : 0353-2431015 Website : www.purbottar.in, e-mail : contact@purbottar.in RNI No.: 71057/96